সাধু-সঙ্গীত

বা

সাধক-সঙ্গীত।

(প্রথম খণ্ড।)

৺ নবকিশোর গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা, ১০ নং উল্টাডিঙ্গি রোড হইতে
শ্রীমতিলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
ও
বিনামূল্যে বিতরিত।

কলিকাতা;
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

সাধু-সঙ্গীত খণ্ডশঃ প্রচারিত হইতে চলিল। এতদিন যাহা, যাঁহাদের কৃপায় গুপ্তভাবে থাকিয়া, তাঁহাদের স্বরচিত ভাবেও, ব্যক্তিবিশেষের নিকট পরিচিত হইতে কোন বিঘ্ন পায় নাই; আজ তাহা প্রকাশে রহস্যভেদ ভয়ে, তাঁহাদের যে বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণতা আনিবে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

রচয়িতার স্বহস্ত লিপি নাই, কারণ আদৌ তিনি লিপিবদ্ধ করিতেন না। লোকের স্বভাবগত ভাব, কার্য্য বা কার্য্য প্রণালী দেখিয়া, তাঁহার যখন যে ভাব উঠিত, তাহাই সঙ্গীতে স্ফূর্ত্তি পাইত মাত্র। সে জন্য কত সংখ্যক সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। তবে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ ভালবাসিতেন, তাঁহাদের কৃপায় যাহা অন্যূন হাজার বারশত সংগ্রহ হইয়াছে, তাহারই ২১২টী মাত্র প্রকাশিত হইল; পরে, সুবিধা মত খণ্ডে খণ্ডে অবশিষ্টগুলি প্রকাশিত হইবে।

অতি সাবধানে রচয়িতার পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চক্ষু রাখিলেও যে একবারেই পদস্খলিত হয় নাই বা হইবে না, তাহা বলিতে পারি না; কারণ, দিনের পর দিনে, পুথির পর পুথিতে, সঙ্গে সঙ্গে লোকের স্বকল্পিত ভাব সংযোগে যে রূপান্তরিত ভাব; তাহা রচয়িতা ভিন্ন অন্য কাহারও সংশোধনের প্রকৃত শক্তি নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া, আজ যদি এ বিষয়ে উদাসীন হইতে হয়, তাহা হইলে হয় ত কাল মাহাত্ম্যে রূপান্তরে মৎপিতামহের কোন আভাসই সঙ্গীতগুলিতে দৃষ্ট হইবে না, অথচ বৃথা ভাল মন্দে তাঁহার নাম উল্লেখ হইবে মাত্র; সেই ভয়ে প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

গ্রন্থ সমাপ্তে পরিশিষ্টে, যদি সাধারণের, তাঁহার ভাবে হৃদয় দ্রবীভূতে, তাঁহার বিষয় জানিতে, প্রাণ উৎসুক হয়, তবে রচয়িতার সংক্ষিপ্ত জীবনী, ধর্ম্মমত ইত্যাদি গ্রন্থাভিভুক্ত করা যাইবে।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮,
১০ নং উল্টাডিঙ্গি রোড,
কলিকাতা।

বিনয়াবনত
শ্রীমতিলাল গুপ্ত,
প্রকাশক।

সাধু-সঙ্গীত

বা

সাধক-সঙ্গীত।

প্রথম খণ্ড।
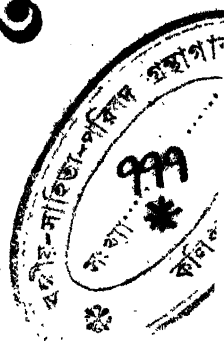
সোহিনী খাম্বাজ—কাওআলী।

সাধের সাধন ধনে মন ডুবিল।
স্মরণে সেই শ্রীচরণে, আনন্দে মগন হ'ল ॥
অলক্ষে হেরিয়ে পাখী, অনিমিষ র'ল আঁখি,
চক্রবাক চক্রবাকী, যেন পাইল,
লয় হয় পলক বিনে করি কি বল,
পরাণ হয়েছে রাজি, গেল বুঝি জাতি কুল ॥
শ্রবণকে করে সাপেক্ষ, পঞ্চজনে হয়েছে ঐক্য,
ধরিবে মনোহর পক্ষ, পিরীতের আটায়,
নাম রসে বশ কল্লে, আগে রসনায়,
করে লক্ষ মোক্ষ পদ, আমায় মজাইল ॥
গুরুবাক্য করি বালা, সার করেছে তরুতলা,
চালাইছে সাতনলা, নলে নলে ঠিক,
দরিদ্র দেখিতে যেন পাইল মাণিক,
নিরখিয়ে প্রেম-বিহঙ্গ, অবাক অঙ্গ চেয়ে র'ল।
ছাড়িল জীবনের আশ, পরেছে পিরীতের ফাঁশ,
না সরে নিশ্বাস পাস একি হইল,
বুঝা নাহি যায় প্রাণ আছে কি মল,
এদেশে থাকার আশা, জীয়ান্তে বাসা ভাঙ্গিল ॥ ১ ।

লুমঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ধুয়ে অঞ্জন, সে নিরঞ্জন, পরেছি নয়নে।
শুক শুকী উভয়ে সুখী চ'কোচ'কি মিলনে॥
ভালে পেয়ে গুরুবল, ঢালিয়ে ঈক্ষণ-জল,
হয়েছে সে কার্য্য সফল, নাহি কজ্জল লোচনে॥
নাহি করি ডাকাডাকি, ত্রিকালে দিয়েছি ফাঁকি,
আঁখি ছাড়া নাহি রাখি, জেগে ঘুমায়ে স্বপনে॥
যেথানে সেথানে থাকি, জলে স্থলে যা নিরখি,
কি গগনে উড়ে পাখী, নাহি দেখি সে বিনে॥ ২।

লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

থাকলে জীবন হবে মীন, জানেতা প্রেম প্রবীণ।
সেধে রাখলে প্রাণ শঁপে যে সে রূপে যাবে দিন॥
বারি শুষ্ক সরোবরে, পদ্মিনী কে চিন্তে পারে,
জল দিলে জলধরে, ফুটে ফুল দেয় মূলে চিন॥
সাধন ভজন প্রেমের অঙ্গ, সাধলে বাড়ে প্রেম তরঙ্গ,
আতঙ্কে কি দিয়ে ভঙ্গ, কেন হব সাধু সঙ্গ হীন॥
সাধু গুরু শাস্ত্রে বলে, সাধিলে প্রেম-তরু ফলে,
আছি তাই কুতূহলে, মন-তুরঙ্গে দিয়ে জীন॥
যে হ'ল সাধন ক্ষেন্ত, সে জেন অজ্ঞ নিতান্ত,
বুঝবে কি সাধন বৃত্তান্ত, অবোধ ভ্রান্ত অর্ব্বাচিন॥
নিত্য সাধে সাধু শান্ত, সাধনের কি আছে অন্ত,
প্রেমাধার অপার অনন্ত, কৃতান্ত ভয় শুধলে ঋণ॥
যে সই সে প্রেমের ভুক, সে চায় নবঘন মুখ,
বিধির লিপি সুখ দুঃখ, হয় যায় সে অদৃষ্টাধীন॥ ৩।

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

আয় আয় কে নিবি রস ওজন।
এল প্রেম-রসের রসিক মহাজন ॥
ওজনে নাই প্রবঞ্চনা, পিরীতের মন শোলো আনা,
আনন্দ রস নেনাদেনা, মেলেনা আর এমন ॥
সখ্য ভাবের মহাজনী, চিন্ময় রসের প্রবল ধনী,
মণ ভেঙ্গে নাই বিকি কিনি, গোলদার ফড়ের মতন ॥
যেমন নেনা তেমনি দেনা, নগদ বিক্রী ধার রাখেনা,
ব্যাপার মাত্র আনাগোনা, সৎকথা আলাপন ॥
শুদ্ধ রসের ব্যবসা করে, সদাই যায় সাগর পারে.
এনে বেচে সস্তা দরে, কেনে রসিক সুজন ॥ ৪ ।

সোহিনী খাম্বাজ—ঢিমাতেতালা।

তব কৃপায়, যে জন পায়, কায়াতে সন্ধান।
সংসার-চক্রেতে কভু সে নাহি হয়, ভ্রাম্য মান ॥ (ও গুরু)
পেয়ে ভক্তি শক্তিসারে, মুক্তি পদ সে তুচ্ছ করে,
অনা'সে সহজে হেরে, পুরুষ প্রধান,
অধরে অধর শশীর সুধা করে পান,
চক্রাতীত চক্রবর্ত্তী, হৃদয়ে দেখে মুর্ত্তিমান ॥
মস্তকে যাহার গতি, নিত্য ধামে তার স্থিতি,
পাইয়া পরম প্রীতি, তেজে তেজীয়ান,
মূলাধার অবধি ক্রমে যদি হয় উত্থান,
তব পদে মতি নাই, তাইতে ভেবে অবসান ॥
যেজন প্রবেশে তায়, সেই করে হায় হায়,
ব্রহ্মনালে মন লয়, এই সে বিধান,
সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম অতি প্রাণ যত্নবান,
ভাবের হিল্লোলে চলে, গলে তায় কঠিন পাষাণ ॥
কল খেলে ক্ষিতিতলে, অতল সিন্ধু উজান চলে

বিনি মেঘে ভাসে জলে, ধ্যানীর ভাঙ্গে ধ্যান,
কত নীরে কেবা ভাসে, না হয় পরিমাণ,
প্রাচীন হইয়া ব্রহ্মা, অর্ব্বাচিন হয়, হারায়ে জ্ঞান ॥ ৫ ।

দেশ—কাওআলী।

হেরে গুরু কল্পতরু, আছে সেই সাধে।
(মন আছে সেই সাধে, প্রাণ আছে সেই সাধে)
শ্রবণকে করে সাপেক্ষ, চারিজনে হয়েছে ঐক্য,
ধরিবে মনোহর পক্ষ, পিরীতের ফাঁদে ॥
সাধু সঙ্গে করে সখ্য, পেয়েছে উপায় মোক্ষ,
নয়নে করিছে লক্ষ, আমোদ প্রমোদে ॥
শ্রীনাথকে রেখে অধ্যক্ষ, চালাচ্চে সাত নলা সূক্ষ্ম,
ছুতলতা উপলক্ষ, করে অবাধে ॥ ৬ ॥

সোহিনী—খেমটা।

গুরু তরুতে উঠা নয়, না করিয়ে মন জয়।
উচ্চ সে হতে স্বর্গ, চতুর্ব্বর্গের উপর ধায় ॥
সে ফল খায় নরোত্তম, জীবের মন অধমাধম,
বিনা তায় শম দম, নানা ভ্রম উপজয় ॥
জলাশয় হলে মিছে, আশায় না পিপাসা ঘুচে,
বাদী ছয় জনা পিছে, আছে তায় পতনের ভয় ॥
লোভেতে যে জন ছুটে, পর্ব্বতে সে মাথা কুটে,
অবিজয়ীর ঠিক তাই ঘটে, অনাথ মাঠে মারা যায় ॥ ৭ ।

কালাংড়া—কাওআলী।

গুণাতীত সে গুণময়, ত্রৈগুণ্য নয়।
নিত্য উদয় রাত্র দিবে, সর্ব্বজীবে সম সদয় ॥

অখিল ব্রহ্মাণ্ড বেড়া, সকল কারণের গোড়া,
কার্য্য তার সৃষ্টি ছাড়া, ধাতার অগোচর,
বিপদে গিয়ে ক্ষীরোদে, মেগে নেয় বর,
অনন্ত গুণের নিধি, বিধি যা চায় তাই পায় ॥
যে জীবের দুরাদৃষ্ট, ইষ্ট তার হয় না দৃষ্ট
পায় বহু নানা কষ্ট, স্পষ্ট দেখা যায়,
তথাপি বিশিষ্ট উপদেশ দেওয়া নয়,
সুহৃদ বলে করবে না পিরীত, বিপরীত ঘটাবে তায় ॥
দিয়ে বেদ ঠুলি চোক্ষে, নিষেধ বিধিতে থেকে,
ঘুরে জীব বিধির বিপাকে, তারে জানবে কি,
যার জন্ম-দাতা পায়না ধ্যানে, মুদিয়ে আঁখি,
স্বগোচরে সন্দ করে, অগোচর হল তায় ॥
আপগরজে কর্ম্ম করে, স্বভাব ছাড়িতে নারে,
ধর্ম্ম না ধরিতে পারে, ফেরে হয়ে দীন,
মর্ম্ম নাহি পায় খুঁজে স্বধর্ম্ম বিহীন,
সাধুকার্য্য সাধুবিনে কেবা জানে কোথায় ॥ ৮ ।

সুরটমল্লার—আড়াঠেকা।

সখি ! একি জনরব, মানুষে মেলে মানুষ—শিবেরি দুর্ল্লভ
সদয় হইয়া জীবে, অধর চাঁদ এসেছে ভবে,
শুনিয়া করিছে সবে, আনন্দ উৎসব ॥
পাইয়া মানুষ মর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্মাকর্ম্ম,
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম, ছাড়িছে প্রণব ॥
পরাণ ব্যাকুল লোভে, এ তত্ত্ব পাইব কবে,
ভব নাহি পায় ভেবে, পাইবে মানব ॥
অধৈর্য্য হতেছি প্রাণে, ধৈর্য্য ডুরি নাহি মানে,
শ্রবণে সুধা বর্ষণে, মানিলাম সম্ভব ॥ ৯ ।

মিশ্র ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

গুরু কৃপায় ফুট্‌লো আঁখি, দেখিলাম পরমেশ্বরে।
কি অপরূপ অভয় চরণ, ডুবল নয়ন সুখ-সাগরে॥
দূরে গেল কাল সমন ভয়, ঘুচিল মনেরি সংশয়,
দয়াময় সবারে সদয়, নিত্যোদয় অন্তর বাহিরে॥
অন্ধ জনার ধন্দ মেটে, মিথ্যা নয় যে কথা রটে,
বিরাজ করে সত্য বটে, ঘটে পটে চরাচরে॥
বিরাট তার জগৎ সংসার, অনাদি অনন্ত অপার,
যে নিরাকার সেই সাকার, ব্রহ্মময় অখিলাধারে॥
সত্য নিত্য অবস্থিতি, সর্ব্বময় সর্ব্বাকৃতি,
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত জ্যোতি, অখণ্ড মণ্ডলাকারে॥
সদয় হলে প্রেমময়ী, কেবা কোথা না হয় জয়ী,
স্বরূপে তোমারে কই, আমি আর নই আমারে॥ ১০।

কালাংড়া—কাওআলী।

সৎচিৎ আনন্দময় গুরু, কল্পতরু।
উচ্চ অর্ক ইন্দু হতে, জিনিয়ে সুমেরু॥
মরি কি সুখের কল, বসিলে সে তরুতল,
অতল হতে উঠে জল, ফুল ফুটে তায়,
সৌরভ গৌরবে অঙ্গ, পুলকিত কায়,
নিভায় ত্রিতাপ অনল, ফল ফলে তায় সুচারু॥
দূরে যায় দুঃখ দুর্গ, দেখা যায় সুখ স্বর্গ,
তুচ্ছ হয় চতুর্ব্বর্গ, যে দিকে তাকায়,
থাকিলে অন্য বাসনা, সুমধুর না হয়,
আত্ম সুখী সে রস না পায়, প্রাপ্ত হয় শুষ্ক দারু॥
সে তরুর বাঁচ যে জন পায়, কি দিব তার পরিচয়,
অকারণ জীবত্ব ক্ষয়, শিবত্ব হয় তায়।

সদানন্দে সদা রয় হইয়ে নির্ভয়,
ভবের জীবের হবার নয়, হয় নাইক কাক ॥ ১১ ।

কালাংড়া—কাওআলী।

বর্ত্তমান তার আরাধনা, পূজা অর্চ্চনা।
আপ্ত সুখে থাকিলে লোভ, কর না বাসনা ॥
গুরু সুখ সন্তোষ বিনে, ইষ্ট যে ভাবে গগনে,
চির দিন যায় রোদনে, অদর্শনে তার,
আপগরজির কৃষ্ণ সেবায়, না হয় অধিকার,
সুখে উপজিবে দুঃখ, চেটুক পেটুক ভাব পাবে না ॥
বিধি মতে আছে জানা, তাই তোমারে করি মানা,
ইষ্ট নিষ্ঠা যার হলনা, ধর্ম্ম কোথা তার,
হয়ে মুটে বুক কুটে, খেটে মরা সার,
মানসে, মানুষরূপ ভাবা, সে কল্পনা ॥
অকুল পাথারের পার, ভব-নদীর কর্ণধার,
সর্ব্ব কর্ম্মের মূলাধার, ব্রহ্ম পরাৎপর।
বলিহারি যাই কৃপার, করুণা-সাগর,
গুরু সাক্ষাৎকার, আর নাই ধ্যান ধারণা ॥ ১২ ।

মিশ্‌ যোগিয়া—আড়াখেমটা।

ঘরের বাদী কোন অবধি, তার খবর রাখ।
আপনারে আপনি তাকিয়ে দেখ ॥
সে ত জীবের সাধ্য নয়, তবে যদি সে যোগ হয়,
স্বভাব পরাজয়, করতে থাক ॥
হলে তার যোগাযোগ, নাহিক বিয়োগ,
ভবের ভোগাভোগ, থাকবে নাক ॥
অগ্রে কর প্রাণ অর্পণ, লহ গুরুর স্মরণ,
চরণ ধরে তার করণ শেখ ॥১৩।

মিশ্র বেলাবলী—আড়াখেমটা।

ওমন পণ কর তা বুঝে।
সাধু সঙ্গে যদি যাবে ব্রজে ॥
ও তার কঠিন করণ, পথ নয় সাধারণ,
মরণ ভয় যেতে হয় তেজে ॥
সলাকলায় ভোলা উচিত নয়,
নবীন বালার সে প্রেম জ্বালা সওয়া দায়,
বারণ কচ্চি তোরে, প্রেমের ফাঁশি পরে,
প্রাণ হারাসনেরে কালায় ভজে ॥
লোভি কামীর হবেনা তা লাভ,
স্বভাব চোরের কি যায় তুম্ব নাড়া ভাব,
জন্ম যে দেশে যার, মর্ম্ম সেই জানে তার,
একেব ভার কি আরে সাজে ॥
বিনে সজাগ অকাম অনুতাপ,
কভু যাবে নারে আপগরজি পাপ,
আমি না সমুজে, কালার প্রেমে মজে,
মরচি লাজে এই ব্রজের মাঝে ॥১৪।

লুমঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রেখ স্মরণ হরি চরণ, ভ্রমে ভুলনা মন।
পুরুষের ধন নারীর যৌবন, কেবল অনর্থ কারণ ॥
স্থিতি সংহার উৎপত্তি, গোলোক ধাঁদা নহে সত্তি,
দেহ মন বুদ্ধি সম্পত্তি, সাক্ষাৎ মূর্ত্তি মায়া রচন ॥
অন্ধ হেরে অন্ধকার, উলুবনে খেলে সাঁতার,
প্রভাবেতে মহামায়ার, রজ্জু সর্প দেখে যেমন ॥
করিয়ে বহু যতন, রক্ষা করে সর্ব্বজন,
রাখতে নারে কদাচন, করে নিধন কাল যবন ॥
জ্ঞানীর করে জ্ঞান হ্রাস, আপনি পরে আপন মৃত্যু ফাঁশ,
বদ্ধ করে মোহ পাশ, শেষে বিনাশ করে জীবন ॥১৫।

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

বামন হয়ে চাঁদে হাত, তাকি সম্ভবে।
কাল ফণীর মস্তক মণি, ভেকে ছিনিয়া লবে॥
ব্রহ্ম হরের রসনা, বেদ বিধিতে থাই পেলেনা,
মন বুঝেচে প্রাণ বুঝেনা, সাঁতরে সিন্ধু পার হবে॥
কি করিবে মনের লোভে, হাঁপিয়ে উঠে ডোবায় ডুবে,
ভব পাগল ভেবে ভেবে, সেধে কি করবে জীবে॥
সাধু যায় কৃপা করিবে, মূষিক বড় ব্যাঘ্র হবে,
স্বভাব দোষে খেতে যাবে, পুনর্ম্মূষিক হবে॥ ১৬।

মিশ্র যোগিয়া—আড়াখেমটা।

কোথা হতে এসেছে এক রসের গোরা।
প্রেম রসের মোরব্বা পারা॥
ওতার দিবানিশি জলছে বাতি, আপনার রসে হয়ে ভোরা॥
আপনার ভাবে আপনি মেতে—বেড়ায় ব্রজের পথে পথে,
এক করোয়া হাতে ;—
আপনি নাচে আপনার সাধে, আপনি পড়ে আপনার ফাঁদে,
ওসে আপনি কাঁদে ;—
ওতার মনের কথা কি বুঝবি তোরা,
ওসে আপনার ভাবে মাতয়ারা॥ ১৭।

ঝুমঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ধন্য ধন্য প্রভু চৈতন্য, নিত্যানন্দ সুখসার।
কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, পরমব্রহ্ম পরাৎপর॥
সুখেতে হইয়া সুপ্ত, গুপ্ত ভাবে অতি গুপ্ত,
স্বচৈতন্য করি লুপ্ত, ব্যপ্ত জগৎ চরাচর॥
আপনি বাপ আপনি ছেলে, অনাদি অনন্ত কালে,
আপনারে আপনি ভুলে, করচ লীলে চমৎকার॥

অভাব স্বভাব ধারী, সাধুরে সাবধান করি,
চোরেরে করাও চুরি, সকলেরি মূলাধার ॥
তুলনার নাহিক তুল, আপনি সূক্ষ্ম আপনি স্থূল,
আপনি যারে অনুকূল, তারে এ ভুল নাহি আর ॥
আপনি সরল আপনি বাঁকা, আপনি শত্রু আপনি সখা,
আপনারে আপনি ধোঁকা, আপনি একা সবাকার ॥
দস্যুরে করে অদস্যু, তোমা বৈ কে আছে অন্য,
পাপ পুণ্য উভয় শূন্য, করে এমন সাধ্য কার ॥
হলে ভক্তি তব পায়, অচল সে গিরি লজ্যায়,
অবহেলে তব কৃপায়, অনা'সে যায় ভবপার ॥
পেয়ে তব পদ-ছায়া, জীবিত হয়ে মহামায়া,
ধরিল ত্রিগুণ কায়া, বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর ॥
লয়ে তব বিধি দিধি, মস্তকে ধরিয়ে বিধি,
সৃজিল আশ্চর্য্য নিধি, কল্পিত জগৎ সংসার ॥
খেচর ভূচর জলচর, পশু পক্ষ দেবাদিনর,
স্মরণীয় কেবা আর, সং—সার ভব সংসার ॥ ১৮ ।

বাঁয়োয়া—ঠুংরী ।

তার গুণের বালাই লয়ে মরে যাই ।
এ ভুতের সংসারে আর কায কি ভাই ॥
আঁধার ঘরে আগুণ দিয়ে, আপনার মাথা আপনি খেয়ে,
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে, সঙ্গে বেড়াই ॥ ১৯ ।

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান ।

আপন আপন জনে মিলন করে আনে ।
সাধুর স্বধর্ম্ম এই, স্বকর্ম্মে সবে টানে ॥
হেরিলে প্রিয়জন মুখ, প্রেমানন্দে হয় পাঁচহাত বুক,
পিরীতেরি এই মুখ্য সুখ, অদর্শন দুঃখ না জানে ॥

আগে না বুঝিতে পারে, সেধে এসে পিরীত করে,
বিচ্ছেদ গরল তুলে পরে, মরে পরে পরাণে॥
গুরুকার্য্য কেবা জানে, অঙ্কুর হয় অবোধ পাষাণে,
প্রেমের দায় যায় স্থানাস্থানে, মান অপমান না মানে॥২০।

সোহিনী—খেমটা।

যে ধন জনমের মত যায়।
ভুলনা তার মায়ায়॥

বেদের ভোজবাজী সম, কেবলি ভ্রমজন্মায়,
হাজার খাওয়াও ননী ছানা, কভু সে আপন হবে না,
দিনে হওনা দিনকাণা, তাই মানা করি তোমায়॥
অচ্যুত পদে চ্যুত, এসে যায় অনাহুত,
অগস্ত্য গমনের মত, আর না ফেরে পুনরায়॥ ২১।

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

ভাবে আনন্দ উথলে।
সাধু চালাচ্চে কল কি কৌশলে॥
অতলে বয় অন্তঃশীলে, শ্রেণী বদ্ধ পদ্ম ফুলে,
মূল দেখা তার যায় না মূলে, যোগ সহস্র দলে॥
তলায়ে না পেয়ে তলা, জুড়াইতে বিষের জ্বালা,
পদ্মে পদ্মে বসে ভোলা, ঊর্দ্ধ অধোমূলে॥
ডাইনে বামে অর্ক শশী, উদয়ে উদয় প্রকাশি,
সুমেরু বেষ্টিয়ে আসি, তত্ত্ব নাহি মিলে॥
স্রোত বহে নিরবধি, ভাবিযে না পায় বিধি,
প্রেমাম্বুধির সঙ্গে যদি, রূপনদী যোগ দিলে॥
ভাটা গাঙ্গ উজান চলে, ডাঙ্গা ভহরে ঢেউ খেলে,
নদী যেমন বর্ষাকালে, উপচে বন্নে এলে॥ ২২।

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

মনের মানুষ মেলে যদি।
সেধে পায়ে ধরে, প্রাণ দিয়ে সাধি।
চুম্বকে নেয় লোহা টেনে, সাপের হাঁচি বেয়ে চেনে,
দরশনে নয়নবাণে, ভাসে প্রেমের নদী ॥
রূপ মাধুরী নিরীক্ষণে, খাটি কি আর পরখে বেনে,
প্রেমানন্দে রয় দুজনে, পেয়ে পরম নিধি ॥
জহরীতে জহর বুঝে, রাখাল মাখাল ফলে মজে,
জলে পাষাণ নাহি সেজে, ঐ খেদেতে কাঁদি ॥
কি করিবে মনের সাধে, সাপে আর নেউলে বাধে,
হল না প্রেম গোর চাঁদে, বেন বিধি বিবাদী ॥ ২৩।

সোহিনী বাহার—কাওআলী।

সহজ মানুষ ধরা সহজ ভেবনা, ওতার করণ জান না।
কাল ফণী জিনিয়ে মণি, ছিনিয়ে আনা ॥
না হলে বান্দা ফকীর, নাহি পায় সে ফিকির,
ধরে মাচ না ছোঁয় নীর, বুঝেও বুঝ না,
হায় হায় একি হয় মজার কারখানা,
স্পর্শে সোণা পরশ হয়, লৌহ হয় সোণা ॥
মানুষে মানুষ আছে, নিতে যদি পার বেছে,
হীরে কাচে মিসে গেছে, খুঁজে পাবেনা,
সাপের মাথায় ভেক নাচান. তারি নিশানা,
গোপী বিনে গুপ্তধন, কেউ চেনে না ॥
সহজ প্রেম সুধীর, সঙ্গে সাধু সুরবীর,
ভয়ে সব বুজ্‌রুক পীর, কাছে ঘেঁসে না,
গুরু পাদপদ্ম গন্ধ, ছাপা রয়না,
রাগান্ধ করিয়া দ্বন্দ, মকরন্দ পেলে না ॥ ২৪।

মোহিনী খাম্বাজ—কাওআলী।

জনম হারিতে হবে, জনমের মতন।
কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিওনারে মন॥
বল বুদ্ধি অহঙ্কার, ভিড়ে লোহার মোটা ধার,
শমন-শাসনে পার, পাওয়া দুর্ঘটন,
সুধার অনেক সুসার করিবে তখন,
ভাব বুঝে কর লাভ, ভাব কিকারণ॥
যত্ন কর যা ভেবে, পলকে পড়িয়ে রবে,
মহামায়া নিদ্রা যোগে, দেখিছ স্বপন.
কার কোন কার্য্যে লাগে, স্বপনের ধন,
প্রিয়জনে চিরদিন আছে প্রিয়জন॥ ২৫।

মিশ্—খেমটা।

তাতে যার মন মজেছে, নগদ তার হাতে হাতে সুখ।
সুধাতে যায় ক্ষুধা হরে, যখন হেরে সে চাঁদ মুখ॥
মরণের ভয় রেখে দূরে, ডোবে ভাসে প্রেমসাগরে,
ও সে মনের কথা কয় না কারে,
ফুলিয়ে বেড়ায় পাঁচহাত বুক॥ ২৬।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াখেমটা।

সাধু সাবধানে তায় ধর।
সুহৃদের রীত, বোল্‌তে হয় হিত, পিরীত কর বা না কর॥
ত্রিজগত-প্রসবিনী, হিরণ্য গর্ভধারিণী,
মূলাধার ষটচক্র জিনি, বাস করেন সহস্রার॥
শমনের ভয় নাহি গণি, অন্ধকারে অনুমানি,
মণির লোভে ধরবে কাল সাপিনী, কি জানি যদি মর॥
সুষুপ্ত করিয়া ফণী, নিদ্রিতা সে কুণ্ডলিনী,
দুরন্ত বাঘ চিহিয়ে ধনি, প্রাণ বাঁচে কোথা কা'র॥

কালীয়ে কালকূটের জ্বালা, অবলায় করে বিহ্বলা,
একে তুমি নবীন বালা, এ ফাঁশ গলায় কেন পর ॥ ২৭ ।

মিশ্র—খেমটা ।

তার কথা কি কবার কথা ।
কে লোভি কারে কবি, ভাবের ভাবি পাবি কোথা ॥
বাজায়ে মোহন বাঁশরী, সতীর মন করে চুরি,
অসতী নয় যে নারী, হয় সে পতিব্রতা,
সে কি শক্তি পিরীতে ধরে, দিয়ে চেতন চেতন হরে,
রসনা অবশ করে, কহিতে নারে যার পাঁচ মাথা ॥
পঙ্গু যায় লঙ্ঘে গিরি, উজান বয় সিন্ধু বারি,
বোবাতে বলে হরি, জুড়ায় প্রাণের ব্যথা ॥
সে তৃণকে পর্ব্বত করে, সুধা বয় ফণীর অধরে,
পাষাণে অঙ্কুর করে, অসময় ফল ধরে লতা ॥
নিশিকে দিবা করে, থালিতে হাতি ভরে,
শশী তায় বিরাজ করে, কুমুদ বিষণ্ণতা ॥
সে রোসেতে সমুদ্র শোষে, দেখে শমন কাঁপে ত্রাসে,
ত্রিলোক আনন্দে ভাসে, বিষ খেলে হয় সুধাদাতা ॥
গগনে কমল ফুটে, সৌরভে অলি যুটে,
পদ্মিনী রয় মুখ হইতে, ভৃঙ্গ কুটে মাথা ॥
সে বামনে দেয় চন্দ্র ধরে, থাকে নিকট বাতলে দূরে,
নিরন্তর সুধা ক্ষরে, অন্তরে রব প্রাণে গাঁথা ॥ ২৮ ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

কবে হবে সে শুভ যোগ —কে দরদী অনুরাগী ।
তরারাধা সাধু বৈদ্য, সাধ্য হীন হলো রোগী ॥
সে থাকে সপ্তম তালায়, আমি থাকি ভগ্ন চালায়,
নিশি দিন কাটাগাছ তলায়, রোগের জ্বালায় বোসে জাগি

নব্য রোজা না হয় মজবুত, ছাড়ে না ঘাড়ের মাম্‌দ ভূত,
মিছা মিছি লাগায় হরকুত, বরকত কি তায় হয় ;—
একের কায না সাজে অন্যে, ভান্‌তে ধান শিবের গান আনে,
জল বেরয় জল দিলে কানে, সেই জানে যে ভুক্তভোগী ॥
হাতুড়ে ভুতুড়ে কত, দেখাইলাম শত শত,
সবে হয়ে পরাভূত, হদ্দো হলো তায় ;—
ত্রিতাপ হরিবে সদা, সাধু বিনে কার সাধ্য,
বুঝা গেল তা হদ্য মুদ্য, নাই বৈদ্য সফল যোগী ॥
ভূত ডাইন দুই সমান, কোন দিকে না পাই এড়ান,
যত করি ঝাড়ান ঝোড়ান, বিফলেতে যায় ;—
বিবাগী বৈরাগীর ছেলে, হরি নাম গিয়েছে ভুলে,
না জানি ছয় জনে মিলে, পেঁচোয় পেলে কি খেলে মাগী ॥ ২৯।

মিশ্‌ দেশ—আড়াঠেকা।

উপায় কি বল দেখি তার। (সখি)
অসাধ্য হইল যার সে রস সঞ্চার ॥
কি ঔষধি আর আছে, এ যন্ত্রণা কিসে ঘুচে,
এসেছি তোমার কাছে, ভাবিয়া অপার ॥
বড় মনে ছিল ভাব, অসম্ভব হবে সম্ভব,
প্রেম-সিন্ধু হবে লাভ, পাব পরাৎপর ॥
জীবনে জীবন রেখে, পরাণ কাঁদিছে ঠেকে,
আঁখি যেন নাহি মুখ, দেখিছে আঁধার ॥ ৩০।

সোহিনী বাহার—কাওআলী।

কিশোরী কিশোর পাবে ভেব না।
ধনী বই নিলকান্তমণি শোভে না ॥
ধন লোভে বেচবে সবে, কে পরিবে সাধে ;—
সেধে বিকাইবে রাধে, কেলেসোণা ॥

পিরিতী দুর্লভ নিধি, উৎপত্তি যাহাতে;—
রত্ন খনি সে রমণী জান না ॥ ৩১ ।

মিশ্র যোগিয়া—আড়াখেমটা ।

মনের সাধ হলেই কি হবে ।
সাধন বিনে সিদ্ধ বস্তু কভু নাহি পাবে ॥
গোরাচাঁদ প্রেমসুধা ভরা, দেখে ডুবলো চকোর যারা,
পেঁচার মিছে সে আশা করা, অধর ধরা নাহি যাবে ॥
সহজ সিদ্ধ মানুষের প্রেম, স্বভাবে করে বিক্রম,
গরুড় পক্ষীর পরাক্রম কাকে না সম্ভবে ॥
তচ্চো কি মন হুজুব পুরুব, অজপায় আগে জন্মাও হুশ,
ধরবে যদি মনের মানুষ, তুষ কোটা ছাড় তবে ॥
কাট পাথা জল চামড়া ভজে, আমড়া পাবে কাযে কাযে,
লুকিয়ে আছে পোষাক তেজে, ফাকি দিয়ে জীবে ॥ ৩২ ।

মিশ্র—আড়াখেমটা ।

খুঁজলে কি তা পাবিরে পাগল ।
গোড়ায় ভুলে সাত নকলে আসল বলে দিয়ে হরিবোল ॥
গেছে প্রথম চোটে, সে সব নগদা উঠে,
ছিল মধুর মিঠে যে সকল ॥
রসে জুড়াইল তাত, মাল হল সব গোলাজাত,
হাবাতের ভাগোতে হয়না ভাত ;
আছে মালে ঘেটে, কিবল আগড়া চিটে,
ভেগে কুটে হয়না তাতে পেট শীতল ॥
প্রবল বড় কামি লোভী, উদয় প্রচণ্ড রবি,
ভাব বুঝে সব লুকাল ভাবী ;—
চাষার বীচ ভরসা, নাই বরষা,
কলচেলা আর তার রতি মাসা, সে ফসল ॥

বুঝে কর হাঁটাহাঁটি, কাঁদিয়ে ভিজালে মাটি,
ধায় বরাতে পাবে না থাটি ;—
আছে চিত্তে চোটে, সব শূন্য পেটে,
শেষ হাটে মজুর মুটে, করচে গণ্ডগোল ॥ ৩৩।

মিশ্—খেমটা।

ভাব বুঝে ধর কাযের গোড়া।
সে যে ভুলিয়ে ভোলা রঙ্গ দেখে, যেমন চোরের বুচকি নাড়া ॥
সে কেতাব কোরাণ দেখিয়ে বেদ পুরাণ,
অন্তরে অন্তরে ফেরে কে পাবে সন্ধান,
যারে বেদবিধিতে নাপায় খুঁজে, কি করিবে লাভ নেড়িনেড়া ॥
সে বাতলে দূরে নিকট রয়েছে,
তোরে দেখিয়ে উচু বসে নীচু গোলা খুলেছে,
তার একটাকা লাকটাকা সমান, বেচাকেনা সৃষ্টি ছাড়া ॥ ৩৪।

সোহিনী—কাওআলী।

খোঁড়ার পা খালে পড়ে কপালগুণে।
অভাগীর ভাগ্যেতে সুখ আর নাই কোন খানে ॥
প্রথমে হল মিলন, ওতার সঙ্গে যখন,
কেজানে হবে এমন, শুভ ঘটনে,
জাতি কুল মান যাবে তার আগমনে ;
জগন্নাথের লাগলে ডুরি কে না যায় দরশনে ॥
নাম করিয়ে শ্রবণ, আনন্দে ভাসিল মন,
ব্যাকুল হল জীবন, দরশন বিনে,
প্রবোধ নাহিক মানে, প্রবোধ বচনে,
হেরিয়ে হারাবে প্রাণ, আগে জানিনে ॥
অচেতনে ছিল চেতন, চেতনে পাব রতন,
সঁপিলাম প্রাণ মন, পরম ধনে,

যৌবন লুটিবে তা জানিনে স্বপনে ;
প্রিয়জনে কোন জন না দেখে নয়নে ॥
ফিরে গেল সঙ্গীগণ, সকলে করে লাঞ্ছন,
কেন সব সে গঞ্জন, কি কায ভবনে,
যার যায় দরদ হয় সে ধায় সেখানে,
প্রিয়তম প্রিয়ধন সে রাখে যতনে ॥ ৩৫ ।

মিশ্র—আড়াখেমটা ।

সে প্রেম করতে জানলে মরতে হয় ।
আত্ম সুখীর মিছে সে সুখের আশয় ॥
ও যে প্রাণ ক'রে পণ, পরে প্রেম-রতন,
তার থাকে না সমনের ভয় ॥
যে করেছে সে পিরীতের আশ,
প্রাণের আশা ছেড়ে সেই পরে সে ফাঁশ,
ও যার হয়েছে সাধ, সে পেতেছে ফাঁদ,
অধর চাঁদ তার ঘরে উদয় ॥
লোভি লোভে গণিছে প্রমাদ,
একের জন্যে কি হয় আরের কত্তে সাধ,
যার যে স্বধর্ম্ম, সেই পারে সেই কর্ম্ম,
প্রেমের মর্ম্ম কি অপ্রেমিকে পায় ॥ ৩৬ ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

আগে মন করনি যতন, হারাধন পাবে কার কাছে ।
এঁড়ে কি ধরা যায় তেড়ে সে গুড়ে বালি পড়েছে ॥
মস্তকে রেখে সে মণি, পরমাত্মা স্বরূপিণী,
সুষুপ্ত করিয়ে ফণী, সে ধনি নিদ্রিত আছে ।
সুমেরু গহ্বরে ফণী, কে জাগাবে কালসাপিনী,
বিনা স্বজাগ কুণ্ডলিনী, যা ভাব সকলি মিছে ॥

কে আর সম্ভবে জ্ঞানী, কীট পতঙ্গ আদি প্রাণী,
ফণীন্দ্র মণীন্দ্র মণি, ঊর্দ্ধ মধ্য আর নীচে ॥
ত্রিদেব হইয়ে দগ্ধ, ত্রিলোক দেখিছে শূন্য,
জীবে কি হইবে গণ্য, স্বচৈতন্য কে আর আছে ॥
কে বটে জোটে চাঁপদেড়ে, না চিনে দিয়েছ ছেড়ে,
কপাল গিয়েছে পুড়ে, মণি কি আর মেলে কাচে ॥
ভ্রমিছ কি উড়ে উড়ে, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল বেড়ে,
হারিয়ে সিঙ্গে শুধু ফুঁপেড়ে, দুধের সাধ কি ঘোলে ঘুচে ॥ ৩৭ ।

মিশ্র—খেমটা।

সে পুর ঢুকতে ভুর অমনি ভেঙ্গে যায়।
তার নীচের তালায় আছে তালা, খোলা বড় বিষম দায় ॥
জারিজুরি করকি মন, বুজ্‌রূকি খাটে না তায়,
ও তা ধ্যানী জ্ঞানী সিদ্ধিকামী নামী ধামীর কর্ম্ম নয় ॥ ৩৮ ।

মিশ্র যোগিয়া—আড়াখেমটা।

এখন মন খুঁজে লও বেছে।
গোলমালে হারিয়েছ রত্ন, মিল্‌বে কি আর কাচে ॥
আনন্দ সুধাদায়িনী, বৃন্দাবন-বিলাসিনী,
লুকায়ে রেখে নীলমণি, অপ্রকটে রয়েছে ॥
কে বুঝিতে পারে মায়া, ধরেছে অনন্ত কায়া,
বিনা বিনদিনীর দয়া, যা ভাব সকলি মিছে ॥
ভবে না সম্ভবে জ্ঞানী, ভেবে পায় না পদ্মযোনী,
কীট পতঙ্গ আদি প্রাণী, কে সন্ধানি আর আছে ॥
থাকতে নিকট বাতলে দূর, বুঝিবে যে হবে চতুর,
তার ঘরেতে আনন্দপুর, ভুরভেঙ্গে গিয়েছে ॥ ৩৯ ।

রামপ্রসাদী—একতালা।

মন তুলে নাও ধনের ঘড়া।
গুরু কল্পতরু তলায় গাড়া ॥
করলে মূলে দৃষ্টি, হয় সুধাবৃষ্টি, মেলে তুষ্টি স্বষ্টি ছাড়া ॥
প্রমাণ গাছটী চোদ্দপোয়া, তলায় বয় সুমধুর হাওয়া, (মনরে)
তাতে ফলে না ধান, জুড়ায় পরাণ,
অমিয় সমান আগাগোড়া ॥
খুঁড়লে পরে খানিক দূর, দৃষ্ট হবে মণিপুর, (মনরে)
করবে ঘর উজ্জ্বল, তড়িৎ আলো,
দেখবে ভাল কাযের দাঁড়া ॥
আর যদি নীচে যাও, রত্নপ্রদীপ দেখতে পাও, (মনরে;
সে দীপের শীশে, থাকলে পোষে,
ঘুচবে দিশে থাড়া থাড়া ॥
ঊর্দ্ধে যদি কর সাধ, নাদে পাত প্রেমের ফাঁদ,
কোটিচন্দ্র জিনি, শোভিত সেমণি,
রসের খনি নাই তার বাড়া ॥ ৪০।

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

শেষে পাড় দেবে কি তুঁষে।
সব করলে চিটে পঙ্গপাল এসে ॥
ভিতর ভুওয়া বাহিরে খাসা, ফড়িং চোষার নাই ভরসা,
মস্তকে হাত দিয়ে চাষা, ভাবচে বসে বসে ॥
না পাকিতে থোড়ে ছদে, লাগলো ফড়িং পোঁদে পোঁদে,
মলো চাষা কেঁদে কেঁদে, নয়ন জলে ভেসে ॥
তৈয়ার ফসল নাই কোন হাত, একি বিধি করলে ব্যাঘাত,
ভাতের দফা মূলে হাবাত, কি অপরাধ দোষে ॥ ৪১।

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

এল প্রেম রসের কাঁসারি।
আয় সই ভাঙ্গা ফুটো বদল করি॥
একটা নয় সই ছিদ্র নটা, রস বিহনেঅন্তর ফাটা,
জল থাকেনা একটী ফোঁটা, আটায় যত সারি॥
সকলে ভরে গাগরী, দেখে খেদে ফেটে মরি,
জাগন্ত ঘরে হয় চুরি, সহিতে কি সই পারি॥৪২।

মিশ্র যোগিয়া—আড়াখেমটা।

রসিক হরিদাস, খাচ্চে সে রস দিনে রেতে।
প্রেমের গাছে অনুরাগ ঘড়া পেতে॥
তরু অমৃতের সার, বহে সুধাধার,
আনন্দ অপার হয় মনেতে॥
সে যত খায় নিচ্চে চেয়ে, ফুরায় না পেট ভরে খেয়ে,
আর বিলায়ে দিয়ে;
উঠছে অতলের রস উর্দ্ধে ধেয়ে, পড়ছে নলি বয়ে রসনাতে॥
দিব্য চক্ষে দেখলে চেয়ে, ভাবে গলে পাষাণ হিয়ে, তরু নিরখিয়ে
দেখলে মনের আঁধার, থাকেনা আর,
কিন্তু বার পাওয়া ভার, এ চক্ষেতে॥
সূক্ষ্ম সরু সে প্রেম-তরু, ব্রজ-গোপীর প্রেমের গুরু,
ফলে ফল সুচারু;
সে ফল খাবার সাধ্য হয় না কারু,
হয় তায় সুমেরু পার হয়ে যেতে॥ ৪৩।

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেমটা।

ওরে মন যাস্‌নে ভুলে।
তোর ভজন সাধন যা বলি শোন, হরদমে ডাক গুরু বলে॥

নিতাই আমার প্রেমের মহাজন,
ও সে পূর্ণ কুম্ভ রসের সাগর, আছে কত ধন.
তুই যা চাবি সেই থানে পাবি, নিতাই চাঁদের দয়া হলে ॥ ৪৪

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেমটা।

যদি মন ধরবি তারে।
তোরে মিল্‌বে সে ধন, যা বলি শোন, করগে যতন মানুষ ধরে ॥
তোর দেহের খুটি নাটি তুলে রাখ,
মনকে লয়ে সরল হয়ে মানুষ চোকে থাক,
তোর আঁধার ঘরে জলবে বাতি, দেখবি তাতে দীপ্তাকারে ॥ ৪৫।

মিশ্র—খেমটা।

মনকর পণ প্রাণ অবধি।
ক্রমে ডুবতে থাক নিরবধি ॥
প্রাণের আশা ছাড়, জ্যান্তে মর, অধর চাঁদকে ধরবি যদি ॥
ওরে সিন্ধু-নীরে মহারত্ন রয়,
বিগত নীরে খুঁজলে পরে মিলিবে কিরে তায়,
ধর তলিয়ে তলা, ঘুচবে জ্বালা, সে যে অগাধ জলের নিধি ॥ ৪৬।

মিশ্রযোগিয়া—আড়াখেমটা।

মন ভাল না হলে হরি পাব কিসে।
হল না আমার মনের দোষে ॥
তবু বুঝেনা এ মন, ভাবে পাবে কত ধন,
পুড়ে পুড়ে মরে বিষয় তুঁষে ॥
যাদের আছে মনের বল, সাগর হাঁটু জল,
পর্ব্বত তৃণ হয় তাদের কাছে ;

যত সাধু মহাজন, তারা করে একীন মন,
মাঁণিক তোলে সমুদ্র শুষে ॥ ৪৭।

মিশ্রযোগিয়া—আড়াখেমটা।

মন ডোবেনা টোপা পানা বেড়ায় ভেসে।
মানব জমির ফসল ফলবে কিসে ॥
আমায় করে টাল মাটাল, ডুবায় মহাজনের মাল,
মারি চিরকাল আচোট চোষে।
কেবল জমা জমি সার, ফসল হওয়া ভার,
আশী লক্ষ বার দেথচি এসে।
ফাল কপাল গুণে সোণা, আমার অঙ্কুর হলনা,
দিন গণা সার আশয় বসে ॥
করে কুসঙ্গেতে যোট, গিছে করে ঘোট,
ঘোচেনা কপট, বল্‌লে রোষে।
হল কাম দাসের আকড়া, আমার ভজনের বাগড়া
ঝগ্‌ড়া করে মরি আগড়া পিষে ॥ (ওহে হরি। ৪৮।)

বারোঁয়া—ঠুংরী।

ভবের জীব আপনি নয় আপনার।
প্রেম কি জানবে কেবা কার ॥
আপন কর্ম্ম সুত্তরে, আপনি হারায় আপনারে,
অসারেতে জন্মে নারে প্রেম সার ॥
যদি সে যতন করে, ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে সরে,
ঠিক কভু থাকে না বেগোদা পার ॥
ভাবাভাব রয় অন্তরেতে, তুম্বনাড়ে স্বভাবেতে,
চোরা না পারে রাখিতে ধর্ম্মাচার ॥

কামিনীর কামামোদে, নিশি দিন যায় অবোধে,
কিছু দিন নাচে কোঁদে, শেষ আঁধার ॥ ৪৯ ।

কালাংড়া—একতালা ।

পড়ে শুনে মূর্খ যে হয়, মন ভুলনা তার কথায় ।
পরেরে উপদেশ করে আপনার প্রতি নয় ॥
রত্নখনি ধনী মানেনা, ধনের করে আরাধনা,
আত্ম বঞ্চক সেই জনা, কাণা মহাশয় ॥
আলো সে দেখায় পরেরে, আপনি ঘোরে কোল আঁধারে,
আপনার বুদ্ধে আপনি মরে, শেষে করে হায় হায় ॥ ৪৯ ।

কালাংড়া—একতালা ।

ভবহাটে আনাগোণা, মন তোমার তো আর হবে না ।
ছুক্ত লতায় করতে যত সুত বেচাকেনা ॥
জ্ঞানাগ্নি হয়ে প্রচণ্ড, দগ্ধ করিছে পাষণ্ড,
দগ্ধ হল কর্ম্ম কাণ্ড, ভণ্ড উপাসনা ॥
আপনি নিজে এসেছে খোদ, নামানে বিধির অনুরোধ,
অবোধেরে দিতেছে বোধ, পরিশোধ পাওনা দেনা ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত ছিল, সকলি হত হইল,
ফের মজাতে জাতিকুল, এল কেলেসোণা ॥ ৫০ ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

ছি! ছি! তোমার এরীত কি, জন্মে যাবে না কখন ।
সুধা ফেলে গরল যে খাও, কিসুখ পাও বলনা মন ॥
গুরু যে অমিয়ার্ণব, তাহাতে কভু না ডুব,
কহ দেখি কত সব, একি তব আচরণ ।
ঘর ঘর করে ধাও কুপথে নাই শ্রীনাথের সম্ভাষণ ॥

যে বিষে জ্বলায়ে অন্তর, জর জর কলেবর,
লজ্জা কি হয় না হে তোমার, করিতে তায় আস্বাদন।
ধন লোভে কোথায় কবে, হারাবে আপন প্রাণ॥ ৫১।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ – মধ্যমান।

তার কথা কার কাছে কই, সদা ভাবি ওই।
কি স্বধর্ম্ম মর্ম্ম ব্যথা, কে জানে তা গুরু বই॥
যার আছে অন্তরে গাঁথা, সে উন্মত্ত পঞ্চমাথা,
দুর্ল্লভ তার বাক্তা শ্রোতা, সে বারতার ভোক্তা কই॥
চকিতে হরিল চিত, আমি আমার ছিল যত,
সকলি হইল হত, আমাতে আর আমি কই॥
করিয়ে পিরীতি-ব্রত, হল যত অনুগত,
সকামে হইয়া রত, হলনাত স্বকার্য্য জই (জয়ী)॥ ৫২।

মিশ্র—খেমটা।

সত্য করে বল দেখি।
তোর মনে মনে আছে কি॥
এক বল আর, কাযে কর, মনরে ঠার আঁখি,
তুমি পরবুঝাযে ঘরে এস আপনারে লাগে ফাঁকি॥
সফল বিফল কাযে ঘটায়, বল দেখি কায করলি কি,
তুমি কাযে কাযে বলমিছে, দায়ের কাছে কি কোঁক ছাপি॥
দিন দুনিয়ার মালিক যে জন, দীনের জন্য দীন দুঃখী,
তার দরদি না হলে দখল, পাবে কি আত্মসুখী॥ ৫৩।

মিশ্রযোগিয়া—আড়াখেমটা।

আমরি কি সুখের নগর ভব সাগর পারে।
সুখময় সুখে বিরাজ করে॥

সেথা কেউ দুঃখী নয় সবাই সুখী,
আঁখি কমল আঁখি জুড়ায় হেরে ॥
অপূর্ব্ব ধন সবার ঘরে, চিন্তামণি আল করে
কি কায দিবাকরে ;
সদা নগর বাসির মুখে হাসি, যেন পূর্ণ শশী বিরাজ করে ॥
অপার নদী ভবজলধি, নাই পারাপার নিরবধি
আছে বিধির বিধি ;
ভেবে বিরিঞ্চি যায়, পার নাহি পায়,
গুরুকৃপায় দেখলাম নয়ন ভরে ॥ ৫৪।

মিশ্রযোগিয়া—আড়াঠেকা।

সোহাগা না দিলে সোণা গোলবে কেনে।
অপ্রেমিকে কি তার মর্ম্ম জানে।
যেমন ভজন শূন্য যোগী, কথায় তর্ক রাগী,
বিদ্যাশূন্য যেমন বিদ্যাভূষণ ;
আছে গুরু কেমন ধন, ও তা জান নারে মন,
বাহির কর কিবল লোক জানানে ॥
যেমন নাম চালকি করা, পঁদে কুড়া ভরা,
ভজন সাধন কেবল কথার কথা ;
দিয়ে গায়ে নামাবলি, করে ঝুলাইয়া ঝুলি
ব্যর্থ সে সকলি, ভক্তি বিনে ॥৫৫ ।

মিশ্র—খেমটা ।

মন যা বুঝ কর তাই।
কিছু মনে হল বলে যাই ॥
চার চক্ষে হয় চাওয়া চাই, তিন চক্ষের তুলনা নাই,
তুমি চাইলে পেতে চাঁদের আল, চাইলে না শেষআছে ছাই ॥

কর্ম্ম গুণ ধর্ম্ম ছাড়া তাইত পাগল কয় সবাই,
সে বিষ খেয়ে মলনা কেন, মর্ম্ম জানে ভেয়ের ভাই ॥ ৫৬ ।

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

থাক থাক মন তোমায় শিখাইব, যেমন তুমি বিষয় ভুক ॥
ঠাকুর বলে ঠার আঁখি, কারে কর ফাঁকি ঝুঁকি,
পীরের কাছে * * * * *, জান নাক ॥
শমন আছে ধরে চুলে, হরিনাম বলনা মুলে,
দেখব তুমি কেমন ছেলে, ডাকা বুক ॥
সে যম ধরুক সম, কভু তার নাহি ভ্রম,
চেনে ভাল নরাধম, হেরে মুখ ॥
নিমিশে নাশিবে সব, কোথা রবে এ বৈভব,
দেহ হরি লবে তব, করে ভেক ॥ ৫৭ ।

মিশ্র—খেমটা।

তার নাগাল কোথা পাবি মন।
অধর চাঁদ ধরবিরে তুই এ কেমন ॥
গুরু সত্য মান কথা শোন, ভাব কেন অকারণ,
সে ধনের ধনি, যে চাঁদমনি, সে আছেরে তোর অচেতন ॥
চোর কুঠারি তত্ত্ব করে ধরে কর যোগসাধন,
নইলে আঁধারে চলবেনা নজোর বৃথা হবে আকিঞ্চন ॥
মূলাধার ষটচক্র ভেদি রত্নবেদি তার আসন,
সেথা বায়ু প্রবেশিতে নারে চৌকি দ্বারে ত্রিলোচন ॥
আশু তোষে তোর আগে আচরিয়ে তায় করণ,
তুমি ডুবলে ভাবে দেখতে পাবে প্রেম নদী ববে উজান ॥ ৫৮।

মিশ্র—খেমটা।

মন ভুলনা কাযের গোড়া।
সফল নাই কিছু সাধু সঙ্গের বাড়া ॥
তাতে জন্মে না সার, ঘটল না যার,
কিবল রে তার কপাল পুড়া ॥
তারে না সাজে এ কাম, কৃপানিধি যারে বাম, (মনরে)
করে ছালা ভরা হরিনাম, সুধানাম হয়েছে ছাড়া ॥
দমন নয় মন মত্তহাতী—কুসঙ্গেতে হয় কুমতি, (মনরে)
ও রূপ শ্রুতিতে ডুবেনা শ্রুতি কেবল পুঁথির বচন গাড়া ॥
সে পদে খাঠে নাক ভুর, অসুর অঙ্গ করে চুর (মনরে)
কেবল যায় আসে তায় ভকত সুর,
ভয়ে সে দোয় না নেড়ি নেড়া ॥৫৯।

মিশ্র—খেমটা।

মন কর না কাযে হেলা।
চলা নয় ধিকি ধিকি এমন ঝিকিমিকি বেলা ॥
অরুণ যায় বসতে পাটে, আর কি বিলম্ব খাটে,
সঙ্গি যুটে না যুটে একাই কর মেলা ॥
বাধ অনুরাগে কোমর কসে, আলোর সঙ্গে চল আলোর দেশে,
আনন্দে থাকবে বসে, শমন এসে চুষবে কলা ॥
দিবাকর হলে গত, ভয়ানক সে সব পথ,
কল্লে তায় নলপত, ঘটবে বিষম জ্বালা ॥
তুমি দেখচ যত হাটের নেড়া, এরা কুসঙ্গ যুটাবার গোড়া,
যাও যদি খাড়া খাড়া, জপ হরি নামের মালা ॥
করচ কি হাঁসি খুসি, শেষ রবে উপবাসী,
সম্মুখে আসছে নিশি পুর্ণ শশী গেলা ॥

অন্ধকারে অন্ধ করে, কেউ আপনারে চিনিতে নারে,
মূলধন তোর নিয়ে হরে, করবে তোরে হাবা কালা ॥ ৬০।

মুলতান—আড়াঠেকা।

কে পারে এ পারে তারে, ধরতে বেদাচারে।
তম হরে তাপ করে, তপন যায় ডরে ॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার, ব্যক্ত যেজন চরাচর,
সত্য বটে পরাৎপর অন্তর বাহিরে ॥
প্রেমময়ী প্রেমাধার, বিনা সাক্ষাত কৃপা তাঁর,
অরণ্যে রোদন সার, ভ্রমে অন্ধকারে ॥
সে অবোধ অজ্ঞান, যে সে অনুরাগ বিহীন,
বৃথা তার আকিঞ্চন, বিধি অনুসারে ॥
গুরু কারু কেনা নয়, যে ভজে তারি হয়,
ভাগ্যবানের ভাগ্যোদয়, সে শক্তি সঞ্চারে ॥
অসারে এ সার যুক্তি, গুরু পদে হলে ভক্তি,
অনায়াসে পাবে মুক্তি, ভজ শক্তি সারে ॥ ৬১।

মিশ্র মালকোষ—মধ্যমান।

আয় কে দেখবি তোরা নিত্য নিরঞ্জনে।
পরম প্রেমাস্পদ পদ বিপদ ভঞ্জনে ॥
ব্যাপ্ত চরাচরময়, সর্ব্বজীবে সম সদয়,
উদয় অর্ক শশীর উদয়, প্রপঞ্চ গগনে ॥
পরিণামের পরিণাম, নহে রহিম নহে রাম,
বিরাজিত আত্মারাম, অকাম রমণে ॥
প্রভাকরের প্রভাকর, প্রকাশিলে হরিহর,
অব্যক্ত সে পরাৎপর, আকার বিহনে ॥

সুধা যেমন গরল মাখা, বচনে রয়েছে ঢাকা,
লোচনে হবেনা দেখা, ত্রিলোচন বিনে ॥ ৬২ ।

মিশ্র মালকোষ—মধ্যমান ।

গুরু অরুণোদয় তিমির না রয় কভু ।
বর্ত্তমানে অন্ধ জনে আঁধার দেখে তবু ॥
অন্তর দহে ত্রিতাপে, শীতল না হয় ধূপে,
অনাদিকাল অন্ধকূপে, খায় হাবু ডুবু ॥
অন্তর চক্ষু মুদিত রইল, বাহির ব্রহ্ম জ্ঞানি হল
এই রূপে মারা গেল, কত ভেয়ে বাবু ॥
অহং মদে হয়ে মত্ত, পতিত হয় খানা গর্ত্ত,
না জানিলে আত্মতত্ত্ব, ভৃত্যের বার্থ প্রভু ॥৬৩ ।

লুমঝিঁঝিট—মধ্যমান ।

গুরু কৃপায় যার হয় সে দিব্য নয়ন ।
সে দেখতে পায় হয় সদা, সুখময় তার অধিষ্ঠান ॥
পাইয়ে উত্তম গতি, নিত্য ধামে করে স্থিতি,
ডুবলে ক্ষিতি কি তার ক্ষতি, জগৎপতি দিপ্তমান ॥
দৃষ্ট করে পরাৎপরে, ব্রহ্মপদ সে তুচ্ছ করে,
হৃদয় কন্দরে হেরে, পরমপুরুষ প্রধান ॥ ৬৪ ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

প্রসীদ প্রসীদ গুরো নিস্তার তাপিত জনে ।
কৃপা-পথ চেয়ে আছি—পড়েছি ভব বন্ধনে ॥
দিয়ে চেতন কর বোধ, শক্তিহীনের গতি রোধ,

জন্মিবে জন্মের শোধ, বঞ্চিত থাকিত ধনে ॥
অপার অসার সংসারে, অন্ধ অন্ধকার পুরে,
বদ্ধ যেন কারাগারে, না দেখি উপায় ;
শমনের শমন জারী, পঞ্চজনে করে ভারী
প্রপঞ্চ তপনে মরি, কে দেয় বারি তোমা বিনে ॥
কে বুঝিবে তব মায়া, স্বপনে যেওয়া খাওয়া,
দিয়েছ যে মানব কায়া, ওহে দয়াময় ;
কভু বশ নহে কারু, ত্রিদোষ হল সুচারু,
দিয়ে ছায়া কল্পতরু, কুরু করুণা নিদানে ॥
অন্ধের তিমির ধন্দ, নাহি ঘুচে মনের সন্দ,
তব পদ মকরন্দ, দন্দ করে তায় ;
মোহ মদে হয়ে মত্ত, বিফলে যায় জনম ব্যর্থ,
হয়ে সদয় কর কৃতার্থ, তব তত্ত্ব দিয়ে কাণে ॥ ৬৫ ।

সোহিনী খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

গুরু পদে কর পিরীতি।
কায় মন বাক্যে ধর তিমির হর জ্বেলে বাতি ॥
পেলেত আশার সুসার, দেখা হল পরস্পর,
ঘুচাও মনের আঁধার, প্রভাত রাতি ;
বালার্ক প্রভাবে না রয় খদ্যোত ভাতি,
অনর্থ বয়স গেল, টেনে ফেল পুঁতুল পুঁথি ॥
সত্য যদি সত্য মান, দৃষ্ট হবে বর্ত্তমান,
তরুণ অরুণ যেন, উদয় ক্ষিতি ;
সুশীতল সুনির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতি,
অসারে হেরিলে সার কি কার্য্য আর বেদশ্রুতি ॥
কেন যাও জন্ম থেয়ে, মোহ মদিরাতে ধায়,
চিনির বলদ হয়ে, ও মূঢ়মতি ;
রসিক সাধুর সঙ্গে রস হও অবগতি,

পরম প্রেমাস্পদ পাবে, দূরে যাবে সব দুর্গতি ॥
সে পথে করিলে গমন, হাতে পাবে অমূল্য ধন,
ভাবে নদী বহে উজান, হও যদি সাথি ;
সরল স্বভাব হবে আপন প্রকৃতি,
ভয়ে পলাইবে শমন দমন হবে মন মত্ত হাতী ॥
প্রেম যদি না উপজিল, রূপেতে কি করবে বল,
সে যেন মাখালের ফল, বিফল স্থিতি ;
পাইয়া উত্তম অঙ্গ যায় অধোগতি,
কেহ নাহি খেলে ছুঁলে গাছে ঝুলে দিবা রাতি ॥৬৬ ।

বারোয়াঁ—ঠুংরী ।

জীব অধিম হবে নাক তার ।
যে সৎ গুরু কল্পতরু সর্ব্ব মূলাধার ॥
ধর্ম্ম ক্ষেত্র যত ছিল, তুলেছে সব চাষের মূল,
মনে মন বুঝেছে ভাল, ফিকির এইবার ॥
যা কররে তা আপনার হবে, ইচ্ছা সুখে কাল কাটাবে,
পণ্ডিত দেখে ভয় পাবে, যাবে ভব পার ॥
পাজি পুঁথি সঙ্গে লবে, ব্যাস আসনে বসিবে,
বচনে কাণ্ডারী হবে, জীব তরাবার ॥ ৬৭ ।

সোহিনী—খেমটা ।

যে দেশে বসতি যার সেই তা জানে ।
মর্ম্ম হীন ধর্ম্ম কথা বুঝে না শুনে ॥
ত্যেজে মান অপমান, ঝড় বৃষ্টি তুফান বান্,
মুস্কিল আসান জ্ঞান সমান যার মনে ;
এ পিরীতের মর্ম্ম সেই কিঞ্চিত জানে,
প্রাণ রক্ষা করে, প্রাণ সঁপে পরাণে ॥ ৬৮ ।

মিশ্র—খেমটা।

যে যা বুঝে সেই তায় মজে।
চোরা চায় ভাঙ্গা বেড়া হাটের নেড়া হযুগ খুঁজে ॥
না ভজিলে রাধাকান্ত, সমান তার মরা জ্যান্ত,
দমন করা কৃতান্ত, এ মনের কি সাজে,
আমি ভাব দেখে তোর আদ্যোপান্ত, ভেবে ভেবে হলাম ক্ষেন্ত,
নিয়ে যাবে দুরান্ত, নিতান্ত শমন সমাজে ॥
কেবা দেখে মূল তুলে, চেনা যায় পাতায় ফুলে,
আকরে ওকর টলে, বীজ গুণে ফল ফলে,
ভাই অতল সিন্ধু রয় সরসে, সুকয় সুক্ষ্ম গেঁড়ে স্বভাব দোষে,
কানা বক জানবে কিসে, থাকে বসে আপন তেজে ॥
শিয়ান যদি আপনি ঠকে, বুঝে পড়েছি ফাকে,
তবু গুমরে থাকে, ভাঁড়ায় সে পিতাকে,
ভাই মনের কথা বলব কারে, মন আপন বুদ্ধি ছাড়তে নারে,
সয়ে রয় প্রাণে মরে, হয় যদি গোবরে লেজে ॥
তারে যদি রগোড়ে, মনের মন যায় বিগুড়ে,
ভুত যেন চাপে ঘাড়ে, ঢাক ছেড়ে পাছাড় নড়ে,
আমার মন হলনা সাধু শান্ত, মনের খুজে পেলেম নাক অন্ত,
জেনে তায় অবোধ ভ্রান্ত, হলাম ক্ষেন্ত কাযে কাযে ॥ ৬৯।

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

এখন আর কৈ তার ভাবিমেলে।
যে মানুষ জগৎ মাতালে করে নর লীলে ॥
ধরিয়ে মানব আকার, গুরু ব্রহ্মরূপ অবতার,
নমস্কার শত শত বার, চরণ যুগলে ॥
দৈব কার্য্যে নাহি শ্রম, সহজ সিদ্ধ পরাক্রম,
অকারণ কৃষ্ণপ্রেম, সিন্ধু উথলে ॥

বাণি শুনি হয় মনে হুশ, মরি কি রসিক রসকূপ,
আত্মা শুদ্ধ সুখ স্বরূপ, সাক্ষাৎ দেখাইলে ॥
সত্যধর্ম্ম প্রকাশিল, প্রভাবে সব লুকাইল,
যত ধর্ম্ম যথাছিল, বিফল পরকেলে ॥ ৭০ ।

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

আত্ম দেহ আত্মা নয় ।
অজ্ঞান তিমিরান্ধ জীব তত্ত্ব নাহি পায় ॥
অনন্ত শক্তিমান ভর্ত্তা, অন্তর্যামী সর্ব্ববেত্তা,
অভিমানি অহংকর্ত্তা, ভুতাত্মা নাহয় ॥
চরাচর জীব শক্তি স্বামী, নহে লোভী নহে কামী,
ব্যাপ্ত আকাশ পাতাল ভূমি, ত্রিলোকের আশ্রয় ॥
সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি, জগতে যতেক সৃষ্টি,
সকলে আছেত বেষ্টি, সমষ্ঠি না পায় ॥
ঘটভগ্নে ঘটাকাশ যেমন, ভগ্ন নাহি হয় কদাচন,
দেহ নষ্টে দেহি তেমন, অখণ্ডিত রয় ॥
অলেপক ভাবেতে স্থিত, কভু নহে হয় মিশ্রিত,
দুগ্ধেতে যেমন ঘৃত, লুক্কাইত রয় ॥
দৃষ্ট নাহি হয় কারে, অদৃষ্ট সে সর্ব্বত্তরে,
সর্ব্বজীবের অগোচরে, থাকে সকল কায় ॥
করলে কি হয় মুখে চোপা, মায়া মেঘে নয়ন ছাপা,
নাহলে সৎ গুরুর কৃপা, দেখা মেলা দায় ॥ ৭১ ।

মিশ্র—খেমটা ।

মন বনে কেদিল আগুণ ।
নিভায় না দমকল এসে, সুবাতাসে জলছে দ্বিগুণ ॥
নগর করেছে আল, ধর্ম্মের ষাঁড় চরছে ভাল,

ষড়্‌পু ব্যাঘ্রাদি দল, কি করিবে এখন ॥
নব বাড়ব বহ্নি ভাস্কর, উত্তাপে ইন্দ্রিয় সব জর জর,
মন যদি ধরতে পার, তত্ত্বকরে হয়ে নিপুণ
মধুর প্রসঙ্গ ভুলে, বিষয় বোধ হয়ে নীলে,
মন জঙ্গল উঠল জ্বলে, যেন উদয় অরুণ ॥
আমি যার আশাতে ছিলাম বসে, নিমিষে চুম্বুকেতে গেল চুবে,
রস বিহীন শুষ্কবাসে, পশিল এসে হরিনাম খুন । ১২ ।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সেকি আমার হবে।
যোগেশ্বর যোগ মানসে যে মানুষ ভাবে ॥
জগৎ স্থিতি যার প্রভাবে, যার ঈক্ষণে রাত্রদিবে,
জল না দিলে সে শিলে, জীবে না সম্ভবে ॥
আমিত্ত্ব ... হবে, কে তারে পেয়েছে কবে,
গুরু অভাবে ;
সে ... কেবা হবে, মনিঋষি পরাভব সবে,
... আমি অভাবে যে রবে সে রবে ॥
তারমনে ... হবে, প্রতিবিম্ব জলে ডুবে,
ধরতে নারিবে ;
আমি সর্ব্ব ...বের দোষি, ভক্ত চকোর সেত শশী,
... তে দরদি দাসী কত সে পাবে ॥
কি করিব ...র লোভে, আমায় কেন দেখা দিবে,
সদয় হবে ;
আমি কোথায় সে বা কোথায়, ভুলে আছি আপ্তসেবায়,
দরদি প্রাণ শঁপিয়ে পায়, হৃদয় রাখিবে ॥
যে যার সে তার সেতার যেমন, যেমন বাজাও বাজবে তেমন,
না জাগি বাজিবে ;
কাকের গৃহে কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে ছুটিবে না,
কাটিবে বাসার মায়া, কায়া তেজিবে ॥ ৩৩।

কালাংড়া—একতালা।

এসেছি নাথ নাম শ্রবণে, তাকাও কাঙ্গালিনীর পানে।
ওহে ও পুরুষোত্তম সহাস্য বদনে ॥
আমরা নারী ব্রজাঙ্গনা, নাহি জানি আরাধনা,
প্রেমসিন্ধু সুধাবেনা, কিঞ্চিৎ বিতরণে ॥
তেজেছি নাথ জাত কুলমান, হেরব বলে বিধু বয়ান,
জুড়াও চকোরিণীর প্রাণ, চকিত নয়নে ॥ ৭৪।

মিশ্রআলাহিয়া—একতালা।

আজি কি প্রেম ফুরাইল।
চরণ দেখবে বলে কেন এত ব্যাকুল।
অহং ভ্রান্তি ত্যেজ গুরু কর সার, পেয়েছ যে ধন প্রেমের আধার,
পিরীতের রীত, জন্মে স্বভাবত,
হলে দিন কত গত, সাজবে যা বল ॥
প্রফুল্ল কমল বিনে কলিকায়, মধুকর বল কোথা এসে যায়,
একি বিপরীত, হলে উৎকণ্ঠিত,
নাহি হতো বিকসিত, মুকুলে সে ফুল ॥
ব্যগ্রতায় কি করে সময় না হলে, আকিঞ্চনে তরু কভু না ফলে,
রসের উদ্দিপন, হইবে যখন,
না সাধিতে মন, হবে মানস সফল ॥ ৭৫।

মিশ্র—আড়াখেমটা।

যার হয়েছে সুপ্রভাত সে দিন।
ও মন শুন বলি তার বিশেষ কিছু চিন ॥
কিট পতঙ্গ আদি জীবেরে, ওসে কাউকে ভাবেনাক ভিন।
আর ভোলে না মায়ার কুহরে, ওসে অহর্নিশির মধ অধীন ॥
সে ডুবে রয় প্রেম সাগরে রে, হয়ে রসিক রসের মিন ॥
তার জীবনেতে জীবন মাত্র রে, ওসে যেন চিত্র পটের লীন ॥ ৭৬।

আলাহিয়া—একতালা।

ভজ রে মন, ভজ শ্রীঅঙ্গ, রসনায় কর রস প্রসঙ্গ,
হইয়ে প্রবৃত্ত, হয়ে বিষয় মত্ত, তত্ত্বপথে যেন দিওনা ভঙ্গ।
ত্রিতাপ ত্রিদোষে ভাব কি কারণ,
(মন রে) উপায়, থাকিতে সাধু রসায়ন,
ভাবিলে ত্রিভঙ্গ, ঘুচিবে আতঙ্ক,
প্রসঙ্গে উঠিবে প্রেমতরঙ্গ ॥
গুরুদত্ত যদি পেয়েছ আঁখি,
(মন রে) মন ডুবায়ে দেখ কি আছে বাকি,
বিলম্ব না কর, সাধুর করণ ধর,
পার বা না পার ছেড়না সঙ্গ।
পাইয়ে চৈতন্য না পেলে যদি,
(মন রে) কাণা হয়ে রবে প্রেমের নদী,
করিয়ে একান্ত, ভাব রাধাকান্ত,
নতুবা কৃতান্ত দেখিবে রঙ্গ ॥ ৭৭ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মন রে শীতল হবে প্রাণ, ভজ গুরু কল্পতরু, করুণানিধান।
সে চাঁদের উদয় হলে, দৃষ্টি হবে হৃৎকমলে,
নয়ন-চকোর যাবে ভুলে, হেরিয়ে বয়ান ॥
অতুল্য অমূল্য নিধি, সৃজিতে কি পারে বিধি, তাহার সমান ;
উপমা কি দিব আর, সকলঙ্কী শশধর,
বিদ্যুৎ বহ্নি অর্ক তার, তেজে তেজীয়ান ॥
মোহিত হয় নিরখি মদন, লাজে লুকায় বিধুবদন, মুদিয়ে নয়ন ;—
বিরিঞ্চি আর মহেশ, কিরূপ ধরে হৃষীকেশ,
আদির আদি শেষের শেষ, পুরুষ প্রধান ॥ ৭৮ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মন রে চিনে চরণ ধর, (ধরে করণ কর)
গুরু বিনে হয়না কারু করণ সংস্কার।
অগ্রে দেখ ঘরে খুঁজে, তিমির হরে কার তেজে,
এ ভব জলধি মাঝে কেবা কর্ণধার॥
গুণময়ী-ত্রিগুণ সত্তা, যে জন প্রলয়কর্ত্তা,
বিনে তার তত্ত্ববেত্তা, বক্তা নাহি তার॥
না ধুইতে গায়ের কাদা, হয়ে বসলি পালের গোদা,
মনে বুঝে দেখরে গাধা, কে সে পরাৎপর॥ ৭৯॥

কালাংড়া—কাওআলী।

নয়ন বিনে—অন্ধে সবে দেয় ফাঁকি।
পাইয়ে মানব কায়, বৃথা যায় করি কি॥
সে তরু ফলবিহীন, কি আমার ভাগ্যহীন,
জল ছাড়া যেন মীন, কত দিন থাকি :—
জীবন বিনে জীবন জ্বলে তায় ধিকি ধিকি—
জন্মে জনম বিফল যায়, উপায় নাহিক দেখি॥
ক্ষিতি যুড়ে মহাশয়, মহাজনী কথা কয়,
আশা নাহি পূর্ণ হয়, আশায় প্রাণ রাখি—
মনের ব্যথা মনে রয়, পরাণ নয় সুখী—
নাহি ঘোচে মনের ভ্রম, ডাকা ডহর সম—একি॥
কহ হে কহ স্বরূপ, স্বরূপের কিবা রূপ,
কোথা সে রসের কূপ, ব্রজের প্রেম-পাখী—
কার ঈক্ষণে কোন স্থানে, হয় চকোচোকি—
কোন দেশে সে অরুণ উঠে—ফুটে যায় কমল আঁখি॥
জনায়ে জন্মার সার, সে ভক্তযোগ হয় যার,
আনন্দ অপার তার, কি আর রয় বাকি—

হৃদয়-পিঞ্জরে সুখ, দেখতে পায় সুখী—
অধরে খায় অধর-সুধা, হয়ে ক্ষুধা রূপ নিরখি ॥ ৮০ ॥

কালাংড়া—কাওআলী।

গুরু বিনে—অন্ধে কে চেনে সে ধন।
কথায় কি আছে আর, নিত্য স্মর দুটী চরণ ॥
শুন হে স্বরূপ কথা, সে রূপ বিরাজে যথা,
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ তথা যাইতে বারণ—
কি ছার নচ্ছার জীব করিবে গমন—
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, হয় দাতা দিতে নয়ন ॥
সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম অতি, স্থির বিজলী ধরে গতি,
আলোময় আলোকে স্থিতি, চৌকি ত্রিলোচন—
বিরিঞ্চি চিরকাল সাধি পায়না দরশন,
কত ঠেঁটা নাক কাটা, ছেঁড়া চেটায় দেখে স্বপন ॥
সে দেশে নাই অহর্নিশি, কাল শমন না যায় ত্রাসি,
কমল-আসনে বসি নিত্য নিরঞ্জন,
কোটী শশী জিনি শোভা, বিনি আভরণ—
বর্ত্তমানে দেখে আঁধার, কাণার সার কিবলি বচন।
গুহ্যাতীত গুহ্যধাম, পরিণামের পরিণাম,
রসকেলি অবিশ্রাম, নাম বৃন্দাবন,
নবীন নীরদ শ্যাম অকাম রমণ,
বনমালা বিরাজিত, পরিধৃত পীতবসন ॥ ৮১ ॥

মিশ্র—আড়াখেমটা।

গুরু-করুণা-সাগরের কথা মন, বল বল।
যদি সজ্জগুণে উঠলো সংপ্রসঙ্গ, ভঙ্গ দিওনা হে অঙ্গ জুড়াইল ॥
চরণশশী প্রকাশিল, কুমুদ নলিনী মলিন রইল,

দিশি নিশি প্রভার লুকাল ;
আমার নিদয় হৃদয় শিহরিল, পাষাণে পা নিশান দিল,
মরি কি অমিয় পান, পিয়ে তাপিত প্রাণ,
সলিল সমান শীতল হল ॥
শ্রবণে সুধা বর্ষিল, চকোর পাখীর পাখা গেল,
রসনা রসেতে ভাসিল ;
তুমি আবার বিস্তারিয়ে বল, সঙ্গিগণ সব শুনছে ভাল,
বিচ্ছেদ দিওনা কে আর, ক্ষরছে সুধার ধার,
কি রসের উদগার তুমি তোল ॥ ৮২ ॥

সোহিনী—খেমটা।

মরি কি মধুর হরিনাম, তুলনা নাই—
নামামৃত পান করিলে সুধার্ণবে ভেসে যাই ॥
খেতে খেতে বাড়ে ক্ষুধা, খেলে না ফুরায় সুধা,
খেতে নাই নিষেধ বাধা, কি দয়াল আমার নিতাই ॥
সুধাতে অদক মিশান, শুদ্ধ মধুর নাই কষাণ,
ব্রহ্মানন্দ চাটনি আশান, প্রতিক্ষণে খেতে পাই ॥
ইচ্ছা হয় মনে মনে, খাই ইহা নিশি দিনে,
বিষয়-বিষ ভোজনে, আরত আমার তৃপ্তি নাই ॥
মরি হে গুমুরে মরি, ভাব কিছু বুঝতে নারি,
নামে মন নিল হরি, ব্যাকুল হয়ে বেড়াই ॥ ৮৩ ॥

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

দেশে বাস করা ভার হল, ওলা মিছরি কতে মহার্ঘ হলো।
নিখুঁতি আর মনোহরা, হত না বিনা দোবরা,
সঙ্গদোষে মহতেরা জড়িয়ে মারা গেল ॥

দোকরার কায দিয়ে ছেড়ে, দলোর দর উঠেছে চড়ে,
মনোরঞ্জন হচ্চে গুড়ে, রসকরার গা কাল।
সুরসিকের প্রাণ বাঁচা ভার, সে রসের পাক মিলে না আর,
চাঁদের সুধার লয়েছে ভার, জোনাক পোকার আলো ॥ ৮৩ ॥

সোহিনী—খেমটা।

মরি কি তাজা হরিনাম, মজা ছাড়া নাই।
নেশাহীন নেশার রাজা, সরাপ গাঁজার মুখে ছাই ॥
খেলে রয় সহজ সোজা, বুঝলে যায় সকল বোঝা,
সুখের নাই শুকো হাজা, আনন্দে হোলডুবি খাই ॥
জম্মে না নেশা ছাড়ে, যত খাই ততই বাড়ে,
ছাপিয়ে ভাঁড় উপছে পড়ে, যদি রসের রসিক পাই ॥
হায় কি ভাবের কুটি, হৃদয়ে চোয়ায় ভাটি,
রসে হই ফাটাফুটি, খাই আর যত খেলাই ॥
সে তেজে মহাতেজা, বাঁকা মন করে সোজা,
যমনকে দেয় শমন সাজা, মানে না কার হাঁক দোহাই ॥ ৮৪ ॥

মিশ্র—খেমটা।

চৌদ্দপোয়ায় আছে বসে।
সাড়েতিন পেঁচে, ত্রিলোক বদ্ধ করে শ্বাস প্রশ্বাসে (মায়াপাশে) ॥
অন্ধ তুই ধর্‌বি কারে, সঙ্গ তোর সর্ব্বন্তরে,
কোলের ধন অন্ধকারে, লাগে তোয়ে দিশে ॥
সে পুরাতন পরম পুরুষ, জগতের সার.ছাড়ান তুষ,
মূলে তোর জম্মেনি হুঁস, মনের মানুষ চিনবি কিসে ॥
দশজনে যুক্তি করে, নয়ন তোর নিল হরে,
পাবি আর কেমন করে, ঘরেতে চোর পুষে ॥
সে প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন, ত্রিলোচনের ঊর্দ্ধ লোচন,
সহস্রদল তার আসন, আমি প্রকাশ যার প্রকাশে ॥

রিপু ইন্দ্রিয়-রাগে, রেখে তোর বিষয়-ভোগে,
যোগেশ্বর রসের যোগে, অন্দরে যায় আসে ॥
তুই দেখলি নাক চতুর্দ্দলে, কার বলে কল চলে বলে,
কেবা তোর দুঃখে ফেলে, কেবা রাখে সুখ সন্তোষে ॥ ৮৫ ॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ত্রিতালী।

যে রূপ ভাবালে গোসাঁই বল কিসে পাই।
কি যোগে সুযোগ হবে, এ রোগে বুঝি প্রাণ হারাই ॥
হেন নাই তিনকুলে, কারে কই মন খুলে,
মনাগুণে মরি জ্বলে, জানেন গোসাঁই—
যার বেদনা সেই জানে ব্যথার ব্যথিত নাই—
ঘুমালে না ভুলে মন, স্বপনে নিরখি তাই ॥
অঙ্কুরে অনঙ্গ-পীড়া, ছাগলের পায় যব মাড়া,
একি হ'লো সৃষ্টিছাড়া, মনপোড়া বাই—
অন্তরে উপজে প্রেম, লাজে মরে যাই—
বামনে কি চাঁদ ধরা সাজে, কাযের কথা কারে সুধাই ॥ ৮৬ ॥

মিশ্র—খেমটা।

মন পাবি কি মানুষের দেখা ?
নিশি দিন ঘুরে মরিস্ কেবল করিস্ টাকা টাকা ॥
ত্রিলোকের অগোচরে, থাকে কল্পনারি পারে,
ভক্ত বই যেতে নারে, লাগে তোরে ধোঁকা ॥
সে পূর্ণ শশী বিরাজ করে, চকোর মুখে সুধা ক্ষরে,
নরাকৃতি বাহিরে, অন্তরে ত্রিভঙ্গ বাঁকা ॥
আহার নিদ্রা মৈথুনে, জানিত সর্ব্বজনে,
মানুষে তারে গণে, ধানখেগো এক পোকা ॥

সে চিরকাল রয় এই সদনে, তোর জন্মে দেখা নাই তার সনে,
সদা রুগ্ন অচেতনে, বিষয়-ধ্যানে হয়ে বোকা॥
জানলিনে মানুষের ক্রম, ঘুচ্‌বে কি মনের ভ্রম,
কায করিস অন্ধ সম, ধরে পঞ্চ সখা॥
সে তোর নিমিত্ত তোর আতিথ, রয় ফলে ফুলে প্রফুল্লিত,
না হ'লে তার অনুগত, হয় না রত জগৎসখা॥ ৮৭॥

সোহিনী—খেমটা।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর চাষায় করে গান।
কত জন্মিল ফসল, কে রাখে তার পরিমাণ॥
অনুকূল হলে পবন, পালে হয় তরির গমন,
সারি গায় দাঁড়ী যেমন কাযের পাইয়ে আশান।
কাল মেঘেরি কোলে, যত বিজলী খেলে,
দেখে সব চাষায় বলে, কোথায় তুলে রাখবো ধান॥
বিনি বায় বর্ষে তুল, কৃষির কায সফল হল,
চার পো ফসল জন্মাল, আনন্দের বহিল বাণ॥ ৮৮॥

সোহিনী—খেমটা।

আয় আয়—কে নিবি তোরা প্রেমের মতিচুর,
নিত্যানন্দ রসে পূর।
দুঃখি তাপির জুড়াতে প্রাণ, পাত্‌লে দোকান শ্রীগৌর;
কি সন্ধ্যা কিবা সকাল, যখন খাও নাই কালাকাল,
টাটকা রসে ভরে গাল, অতি রসাল, সুমধুর॥
অদ্বৈত মরিচ মিশাল, ঈষৎ লাগে তাতে ঝাল,
রসনা রয়না সামাল, সৌরভে সীতাকর্পূর॥
অবাক নিখুতি খাজা, কিছুতে নাই সে মজা,
শুষ্ক মন করে তাজা, নিরানন্দ করে দূর॥

শ্রীগুরু তরুতলে, বসলো এই দোকান খুলে,
ডাকছে দুই বাহুতুলে, কে কোথা অন্ধ আতুর ॥ ৮৯ ॥

সোহিনী—খেমটা।

হায় হায়—কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই,
তোরা কেউ দেখতে যাবি ভাই ?
প্রেম-রসে ভেজেছে ঝুরি—যে খেলে সে ঝুরছে তাই ॥
কানেকান দোকান ভরা, হরিনাম মনোহরা,
তাপিত প্রাণ শীতলকরা, সুধাপারা যত খাই ॥
যাতায়াত সহজ সোজা, বৈতে নাই ভার বোঝা,
হরে শমনের সাজা, খাজা গজার মুখে ছাই ॥
ভাব রসের কারবারি, না জানে দোকানদারি,
যে যা খায় একতার তারি, প্রেমের বলিহারি যাই ॥
সম্মুখে সাজান মাল, ধরতে ছুঁতে নাইক বামাল,
দোকানি এমনি সামাল, খুঁজলে হাতে পাতেও নাই ॥ ৯০ ॥

মিশ্র—খেমটা।

ব্রজের মানুষ ব্রজে চনা,
আনন্দে নেচে মেচে রাণীর কাছে ননি খানা। (সাধন ধন)
যে মৃগে কস্তুরি হয়, সে কভু সুস্থির নয়,
সৌরভে মেচে বেড়ায়, ভাবেতে যায় চেনা ॥
তুমি সজিকে আর ভাঁড়াও বৃথায়, বহ্নি বসনেতে ঢাকিবার নয়,
পিরীত কি গোপনে রয়, নয়নে দেয় তার নিশানা ॥
দেখে তাই লাগছে চমক, হয়ে সব সঙ্গী বালক,
তোর মায়ায় মোহিত ত্রিলোক, আমরাতো ভুলবো না ॥
তোর কারে মনে পড়ে সদা, তুই কার প্রেমেতে আছিস বাঁধা,
কোথা তোর মা যশোদা, বলাই দাদা দেখে নেনা ॥

অকারণ তোর এ লীলে, কারণ না খুঁজলে মেলে,
কেন এলি ভূতলে, ফেলে ব্রজাঙ্গনা ॥
তুই কি অভাবে র'স বিষাদে, কার ঋণের দায়ে বেড়াস কেঁদে,
কে তোয় বশ কর্‌লে সেধে, মনের কথা খুলে বল্‌না ॥
গোপীর মন করে চুরি, হয়েছ কপোধাধারী,
এ তোমার কি চাতুরি, ওহে কেলেসোনা ॥
তোমার কি ভাব কখন উঠে মনে, তাই বারিধারা বয় নয়নে,
কভু হাস্যবদনে, স্থির লোচনে, চেতন থাকেনা ॥ ৯১ ॥

মোহিনী—খেমটা।

ভাবলে সে ভাবের মানুষ ভাবে উদয় হয়;
অন্ধের চক্ষু জীবের জীবন নয়নপথে এসে যায় ॥
বাণী তার মধুর ধ্বনি, রসিকের শিরোমণি,
শশী সে বদনখানি, সুধাছাড়া কভু নয় ॥
কেউ যদি ভালবাসে, অমনি বোঝে আভাসে,
এসে হৃদয়ে পোষে, হেসে রসের কথা কয় ॥ ৯২ ॥

মিশ্র—খেমটা।

মন হারালি আপন দোষে।
নয়ন তোর নয় জহুরি সাঁচা রইলো ঝুটায় মিশে ॥
না বুঝে কাজের গোড়া ধরতে যাস মস্ত বোড়া,
দেখে তোর কপাল পোড়া, মিশলো ঢোড়া এসে ॥
সে অনুরাগের ভুজঙ্গিনী, তার মস্তকে প্রেমরত্নখনি,
দর্শনে জুড়ায় প্রাণী, পরেশমণি চিন্‌বি কিসে ॥
গোলমালে হারিয়ে এলি, খুল্‌লিনে চোকের ঠুলি,
আপন ধন ভুলে রইলি দশের রঙ্গরসে।
তুমি নিজ্‌বাগিচে উপ্‌ড়ে ফেলি, পরোদ্যানে হওগে মালি,
সোণার গা কোরে কালি, জন্ম খেলি আগড়া পিশে ॥

কৃপা করে কেউ যদি, দেয় তোর অমূল্যনিধি,
ভাবিস্ তুই কল্লায় কাঁদি, পাকলে যাবি পেকে।
তোর মন ঢেঁকির না হতে মুষল,
ঢেঁসকেলে চাঁদোয়া দিয়ে মাঙ্গিস্ কুশল,
মূলে হয়নি সে ফসল, কাঁড়িয়ে নেবার আশায় বোসে।
গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল, কাকের কিরে পাক্লে বেল,
আক্কেলেও হল না আক্কেল, লোকের উপহাসে।
আমি ভাব দেখে তোর ভাবতেছি তাই,
বুঝি ভস্মেতে ঘি ঢাল্লেন গোসাঁই,
সাধু হও গায় মেখে ছাই, ভাবের গীতের ছিবড়ে চুষে ॥ ৯৩ ॥

সোহিনী—খেমটা।

এই কি সেই মনের মানুষ ভূতলে এল।
সফল হলো মানব জনম পরশমণি মিলিল ॥
চতুর্ব্বিংশতি নদী, পারে নিয়ে রাখলে বিধি;
অকস্মাৎ প্রেমাম্বুধি, কেন উজান বহিল ॥
জ্ঞান-শশী উদয় হলো, নিশি দিশি পোহাল,
অধর চাঁদ ধরা গেল, চাঁদে চকোর ডুবিল ॥
অন্ধের যে সন্ধ ছিল, সে ধন্দ ঘুচে গেল,
বিরিঞ্চির বাঁধ ভাঙ্গিল, চিদানন্দ উঠিল ॥
নিতে না নিতে সঙ্গ, গলে যায় পাষাণ অঙ্গ,
মরি কি প্রেমতরঙ্গ, মন-মাতঙ্গ মাতিল ॥ ৯৪ ॥

সোহিনী—খেমটা।

পুরি কচুরি খুরির জারি রয়না আর।
মোটা ভজন মোটা ভোজন থানা বুজন দার,
মনোহর মনোহরা, সুমধুর রসে ভরা,
সুধার সাগর গোরা, ভাগ্যে ঘটে যার ॥

প্রাপ্তি মাত্র দূরে যায় মনের অন্ধকার ;
হেরিলে লুচিতে রুচি থাকে কোথা কার ॥
সঙ্গে চলে দুইজন, নিখুঁতি মনোরঞ্জন,
আর কে আছে তেমন, প্রাণ যুড়াবার।
শান্ত আলো করে যেন উদয় শশধর,
ভক্তাধীন এযে তিন প্রভু অবতার ॥
যে কিছু আছে গুমান, চিড়ে দৈয়ের কাছে মান,
সুস্থির না হয় পরাণ তায় করে নির্ভর।
রসগোল্লা এসে করে রসনারে তর,
আন আন শব্দ যেন আনন্দ বাজার ॥
ইতর দ্রব্যের ন্যায়, পাতে গড়াগড়ি যায়,
কেহ নাহি ফিরে চায়, নিলে একবার।
চেটুক পেটুক খায় পেয়ে সস্তা দর
রসিক-সুর মতিচুর ভাংলে ভুর সবার ॥ ৯৫ ॥

মিশ্র—খেমটা।

করছো ভাল লীলে খেলা,
দেখছি বাওয়াজি তোমার নবদুয়ার আছে খোলা ॥
গোপনে হয়ে দীক্ষে, ভেক নিয়ে কর ভিক্ষে,
সব চলে অন্তরীক্ষে মাথায় শিকে তোলা।
তুমি পরেছ সর্ব্বাঙ্গে ছাবা, তোমার কায় ভাবে এ অঙ্গ শোভা,
মরি কি মনলোভা রসে আছ হয়ে গলা ॥
বাইরেতে ত্রকোদ্ধ খাটি, অনায়াসে মেলে রুটি,
সেবা তায় পরিপাটি চলে বায় দুবেলা ;
তুমি কাচা যে দাওনাক মূলে, তোমায় বলতে হবে কপট খুলে,
বৈষ্ণবীর কন্ঠী হেলে, কেমন চলে নামের মালা ॥
দুইতো সমান দাসী, পরকিয়াতে খুসি,
স্বকিয়া কিসে দুষি কেন চরণ ঠেলা।
তুমি সুবোধ অবোধ জন্মিলে ;

কি জন্তে একে সদয় আয়ে কেলে ;
ভোর কপিন কায়ে দিলে, কার ঘুচালে হৃদের জ্বালা ॥
আমি অপরাধী পদে, গেলেম না জজে সেধে,
আছ তো প্রেমাহ্লাদে, পেয়ে রসের চেলা।
আমি বুঝতে নারি মানুষ-লীলে, তোমার সুখ উপজে আমি মলে,
কি ভেবে নিদয় হলে, না রাখিলে চরণতলা ॥ ৯৬ ॥

সোহিনী—খেমটা।

বলবো কি লাজের কথা কাজের বড় ধুম।
হয়নি ছেলে—বিয়ের ঘটায় পাড়া পড়সির নাইকো ঘুম ॥
দেখছি তাই নেড়ে গোড়া, আসল কি ছেলে চৌড়া,
ভাবি আর ভাবের গোড়া, মুখ পোড়ায় হবে মালুম ॥
বসে সব সাংড়া জুড়ে, ভাবের গীত গাচ্ছে বেড়ে,
ভোজনে কেউবা দেড়ে, ভজনে সব সমভূম ॥
চমৎকার কি কারখানা, রসের কেউ খোঁজ করে না,
দিয়ে দেহের খাজনা, বাজাচ্ছে বাজনা ঝুম ঝুম ॥ ৯৭ ॥

সোহিনী-বাহার—কাওআলী।

সহজ প্রেম নির্ম্মল শশী সুধার আধার।
মোহ-মদে নাহি হুস সে মানুষ কেবল আঁধার ॥
অযোনিসম্ভব দেহ, যোনিতে জন্মায় কেহ,
স্বতঃ সিদ্ধ চিনে লহ, ওরে মন আমার ॥
ত্রিবিধ মানুষ আছে প্রেম সাধাসার ;
অপ্রেমিক পড়য়ে ফাঁকি সে প্রেম আঁখি না ফুটে যার ॥
সামান্য সহজ রূপে, ডুব না মন মায়াকূপে,
প্রাণ হারাবে প্রাণ সঁপে, পাবে মহা শোক ;
বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলে যাইবে নরক ;
সেধে ভজে নাহি পায় বৃথা যায় জনম তাহার ॥ ৯৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

রাধে রাধে বল মন, হয়ে সচেতন।
শ্রীচরণে প্রাণ সঁপে, শ্রীরূপে দিয়ে নয়ন ॥
মন প্রাণ হ'বে সুখী, কৃপা কর্‌বেন পদ্মমুখী,
হেরিয়ে জুড়াবে আঁখি, শ্রীমতী রতিরঞ্জন ॥
শীতল হ'বে ত্রিতাপ অনল, দূরে যাবে অন্তরের গোল,
প্রেমানন্দে হ'য়ে বিভোল, হবে যুগল দরশন ॥
জলেতে যেমন মীন, রসকেলি রাত্রদিন,
দোন তনু নহে ভিন, নিত্য লীলার কারণ ॥
ভক্তি কর শক্তিসারে, মন ডুবায়ে পরাৎপরে,
দেখিবে হৃদয়কন্দরে, প্রকৃতি পুরুষরতন ॥ ৯৯

মিশ্র আলাহিয়া—একতালা।

সাধে কি আসি তোদের কাছে।
সঙ্গ ছাড়া হ'লে অঙ্গ, হয় যেন মিছে ॥
শ্রীনাথের রূপ মনে হয় উদয়, প্রেমামৃত রসে অঙ্গ ভেসে যায়,
বুঝেছি এবার—সাধুসঙ্গ সার,
সুহৃদ্ এমন কে আর, জগতে আছে ॥
কি জানি দশের মহিমা কেমন, অসাধুজনের সাধু করে মন,
শুনে তোদের বুলি, করি ভাব কেলি,
আমার পরাণ পুতলী, আনন্দে নাচে ॥
সাধুসঙ্গ গুণের বলিহারি যাই, এমন আশ্চর্য্য কভু হেরি নাই,
কিবা সত্যবাণি, কিছুই না জানি,
হেরি পরশমণি, কপট মন কাঁচে ॥ ১০০

মিশ্র আলাহিয়া—একতালা।

ভুলি তাই আবার যাই গহন বনে।
বাজ্‌লে শ্যামের বাঁশী আমার আমি থাকিনে ॥

অন্তরেতে থেকে বাজে অন্তরে, জীবন সহিত বাহির করে,
মন প্রাণ ও রবে, গৃহে নাহি রবে,
বাঁশী শুনে এমন হবে, আগে কে জানে ॥
শুনিলে শ্রবণে না সরে নিশ্বাস, বিনা অস্ত্রে কাটে বদ্ধ অষ্ট পাশ,
হৃদয়েতে পশি, দিয়ে প্রেম ফাঁসী,
চুম্বকেতে যেন আসি, লৌহ লয় টেনে ॥
আরসোলারে যেমন কাঁচপোকায় ধরে, জীবন থাকিতে জীবন হরে,
হয়ে স্বস্তাকার, দেহমাত্র সার,
করে একাকার সুধা বর্ষণে ॥ ১০১

মিশ্র আলাহিয়া—একতালা।

পিরিত কি কেউ কভু লুকাতে পারে।
ওমন মাণিক ঢাকা নাহি থাকে আঁধারে ॥
প্রতিপদের চাঁদ দেখা নাহি যায়, শুক্লপক্ষ বলি তবু গণে তায়,
দ্বিতীয় দিবসে, কিঞ্চিৎ প্রকাশে, তৃতীয় দিবসে, জগতে হেরে ॥
প্রেমশশীর উদয় হয় যেস্থানে, ভাবের আভাষে উপজে মনে,
না জানি না শুনি, করে কাণাকাণি, যদি ভাঁড়ায় দানী,
সঙ্গী ভাঁড়াতে নারে ॥
দুই এক দিন থাকে যে গোপন, ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি থাকয়ে যেমন,
দিবসে দিবসে, হাস্য পরিহাসে, কলঙ্ক বাতাসে, প্রকাশ করে ॥ ১০২

মুলতান—আড়াঠেকা।

তুমি প্রাণ যেথানে থাক সেই মম ভবন।
ষড়ৈশ্বর্য্য গণি নাথ গহন কানন ॥
ওহে সংসার তরুবর, চাতকীর প্রাণ জলধর,
কি আমি বলিব আর, জীবন জীবন ॥
করেছি প্রাণ শিরোধার্য্য, সুখে থাক অন্তর বাহ্য,
সেই মম স্বর্গ-রাজ্য, হেরি শ্রীচরণ ॥

দূরে যায় দুঃখ-দুর্গ, কার এমন আছে ভাগ্য,
তুচ্ছ হয় চতুর্ব্বর্গ হলে দরশন ॥
অবলা রই একাকিনী, সেবী ওপদ দুখানি,
তব তত্ত্ব কিবা জানি, না পায় ত্রিলোচন ॥ ১০৩

সুরটমল্লার—মধ্যমান ।

(বাঁশী) দিবানিশি বাজিতে কি হয়।
যে খায় অধর-সুধা সেই কি নির্দ্দয় ॥
গরোজে কর গর্জ্জন, নারীর বেদন নাহি জান,
বধিতে অবলার প্রাণ, কে তোমায় শিখায় ॥
তুমি যার হাতের বাঁশী, আমি তো তাহারি দাসী,
ভালবাস ভালবাসি, তাই বাজে হৃদয় ॥
শরে যেন জোতা ধনু, জর জর করে তনু,
প্রসিদ্ধ ডাকাতের বেনু, লুকান না যায়। ১০৪

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সামান্য যোগে কি সখি প্রেম উপজে।
সমর্থা যৌবন বিনে হয় কি—গাঢ় রতি রসরাজে ॥
মূলাধারে সহস্রারে, যোগ হলে একাধারে,
ভাব রসে যায় ভরে, অন্তরঙ্গা তায় ;
মধুভরে মধুব্রতী প্রফুল্ল হৃদয় ;
তবে প্রাণ দিয়ে তোষে—প্রিয়োত্তমে হৃদিমাঝে ॥
সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম অতি, নির্ম্মল প্রেমের গতি,
হলে তায় নিষ্ঠা রতি, তবে হয় উদয় ;
রাধাকৃষ্ণ যার লাগি গড়াগড়ি যায় ;
প্রেমের শরীর যার—তারেই ত এ প্রেম সাজে ॥

যার যে কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য জনে লাঠি বাজে,
সহজে পাবে সহজে, ভেবেছ নিশ্চয় ;
কর্ম্মদোষে ধর্ম্ম ত সহজে হবার নয় ;
অনুরাগে মলাম, হলাম—আত্মঘাতী কাযে কাযে ॥ ১০৫

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বিঁদ্‌লো প্রাণে মরি একি (নাম শ্রবণে)।
কি আশ্চর্য্য বুচন বাণ লোচনে কভু না দেখি ॥
ঢাকিলে না ঢাকা যায়, ভোলা মন খোলা হয়,
লোকে জিজ্ঞাসিলে তায়, কই কত ফাঁকী ;
হয়ে কাবু না ভজিলে তবু রয় সিকি,
প্রজ্জ্বলিত হয় মন সলে বলে চলে করি কি ॥
লোকে বলে কাল কাল, আমি দেখি ভুবন আল,
মম ভাগ্যে না ঘটিল, তায় চকো চোকী ;
না খেলাম না ছুঁলাম হলাম মৎস্য কলঙ্কী ;
অন্তর্জলে নাহি খোলে, অন্তর জ্বলে ধিকি ধিকি ॥
নবঘন অভিপ্রায়, নয়ন গোচর নয়,
চিদাকাশে উদয় হয়, ভাবি নিরখি ;
মেঘে যেন বরিষয়, ধারা বয় আঁখি ;
অনুপায়, করি তুচ্ছ দেখা যায় পুচ্ছশিখী ॥
লইয়ে কলঙ্ক ডালি, জাতি কুলে দিয়ে কালি,
পাব বলে বনমালী, ডাকছেড়ে থাকি ;
অকূলে যদি কূল দেয় চন্দ্রমুখী ;
না হেরে সে চিকণকালা, নাম মালা ধরে থাকি ॥ ১০৬

মুলতান—আড়াঠেকা।

প্রিয়ে আর কে আছে আমার বল তোমা বই।
ভুলে থাক মনে রাখ তোমা ছাড়া নই ॥

আমী লাখবার দেহ অন্তে, প্রাণ আমাকে নায় চিন্তে,
ভেবে দেখ তোমার ভ্রান্তে, জ্যান্তে মরে রই ॥
নর পশু আদি কৃমি, তব অঙ্গে সঙ্গে ভ্রমি,
হয়ে তোমার প্রেমের প্রেমী, কিনা আমি হই ॥
প্রেম ডোরে আছি গাঁথা, রথে যেন অশ্ব যোথা,
চলি ধরে তোমার কথা, তুমি বোঝ কই ॥ ১০৭

ললিত—আড়াঠেকা।

যে যাহারে ভালবাসে সে তারে ত আছে সদয়।
কমল প্রফুল্ল হয়, হইলে অরুণ উদয় ॥
পিরিতি না লুকান রয়, পবনের আগে ধায়,
ভাবে ভাব প্রকাশ পায়, বস্ত্রের আগুণ চাপা না রয় ॥
প্রিয়সী অনেক আছে, প্রকাশে প্রকাশ পায় মিছে,
যে যার সে নৈলে কি বাঁচে, কুমুদিনী মুদিয়ে রয় ॥
উদয় সে সর্ব্বত্র ব্যাপী, যে যা করে চুপি চুপি,
কার কিছু না রয় ছাপি, প্রিয়সী যে আছে যথায় ॥
কমল নীরেতে আছে, না জানে কুমুদ কাঁচে
তার কি পর আপন আছে, যাহার প্রেমের হৃদয় ॥ ১০৮

মিশ্র দেশ—তেওট।

ভাসে প্রেমানন্দে মন।
হৃদয়ে ভাবির ভাব হয় উদয় যখন ॥
বাঁধন কি রয় প্রেমাম্বুধীর, বয় নদী উজান ॥
হয়ে সদয় হয় আপনি উদয়, না হয় বিস্মরণ ॥
মনের আঁধার দূর করে, করে আনন্দ সদন ॥
কভুভাবে যায় তলিয়ে ডুবে, করে প্রাণপণ ॥
কভু ভাসে উঠে হেসে, কভু অচেতন ॥
দেখে পাথার কভু দেয় সাঁতার, পাইয়ে চেতন ॥
কভু লোভে আবার ডুবে, দেখে প্রেম রতন ॥ ১০৯

বাঁরোয়াঁ—ঠুংরি।

তারে তো ভুলিলেও ভোলা না যায়।
অহর্নিশি মুনিঋষি ধ্যানে যায় ধেয়ায়॥
মরে আছি হয়ে শব, আমরা গোপিকা সব,
কি কব তোমায় উদ্ধব, কায কি সে কথায়॥
কি লেগেছে প্রেমডুরী, ভাবিয়ে বুঝিতে নারি,
পলক ছাড়া হলে মরি, করি কি উপায়॥
নিরখি তায় জলে স্থলে, কভু হেরি হৃদকমলে,
ভাবি ভুল্‌ব ঘুমাইলে, স্বপ্নে দেখি তায়॥
বাজায়ে মোহন বাঁশী, অন্তরে পশিল আসি,
কে পরালেরে প্রেম ফাঁসী, দাসী গোপিকায়॥ ১১০

কালাংড়া—একতালা।

তার আর কায কি চূড়া বেঁধে, যার সুধুই রূপে পরাণ কাঁদে।
আভরণ পরায়ে, ভালবাসে তো অবোধে॥
কি সাজাবে নন্দরাণী, যে রূপ ধরে তোর নীলমণি,
রবি শশী সৌদামিনী, রূপে ঋণী সে পদে॥
পাতিলে তাহার অঙ্ক, ত্রিলোকে কে রয় নিশঙ্ক,
শোভে কি গো তায় মৃগাঙ্ক, অকলঙ্ক চাঁদে॥ ১১১

সোহিনী—খেমটা।

ঐ কে প্রেম লুটে নিল গোপির মন খুলে ; করে দিনে ডাকাতি।
বুঝি মজিল কুল দেশ রটিল অখ্যাতি॥
প্রেম পশরায় ছিল, মস্তকে করে আল,
ডাকাতের বরণ কাল, নীলকান্ত জ্যোতি॥
হৃদি পদ্ম ফুটিল, অরুণ কি ডাকাত হ'ল,
গোপিদের করে ছল, কে এল এ ক্ষিতি॥

ঘরে যাওয়া ঘুচে গেল, নয়ন মন ভুলে রইল,
হায় হায় কি হইল, মজে গেল জাতি॥
বাস করা ভার হ'ল, একি দৌরাত্ম বল,
কেউ কি থাকবেনা ভাল, লয়ে নিজ পতি॥ ১১২

সুরটমল্লার—আড়াঠেকা।

বংশী দেহ হে আমায়।
দেখবো ধরে তোমার বেশ কেমন দেখায়॥
পীতধড়া পরিয়ে, অধরে মুরলী লয়ে,
শিখীপুচ্ছ গুঞ্জ বেড়িয়ে, পরিব মাথায়॥
বনমালা গলে দিয়ে, বামেতে চূড়া হেলায়ে,
দাঁড়াব ত্রিভঙ্গ হ'য়ে, কদম্ব তলায়॥
তুমি যে বাঁশীর গানে, ব্যাকুল কর গোপিগণে,
আমি সেই বাঁশীর তানে, (আজ) ভুলাব তোমায়॥ ১১৩

সোহিনী—খেমটা।

আচ্ছা পড়েছে ধরা, গোপির মনচোরা, প্রেমনগরের পথে।
লয়ে ধন, পলাতে ধন, নয়ন প্রহরীর হাতে॥
অন্যের মন অন্যে থাকে, চোরের মন বোঁচকার দিকে,
ফাঁকে প্রেম লুটতো সুখে, লুকিয়ে দিনে রেতে॥
গোপির মন চুরি করে, রাজা মথুরা পুরে,
ধরেছে চৌকিদারে, বামাল হাতে হাতে॥
বঙ্কিম আঁখি ঠেরে সিঁদকাটে গোপির ঘরে
পরের মাল বাহির করে সেঁদিয়ে ওতে ওতে॥ ১১৪

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

সখা যদি দিলে দেখা যাই যাই বলোনা।
তব দরশন সুখ নাহিক তুলনা॥

পর্ব্বত যদি ভেঙ্গে পড়ে, নাই বেদনা দেহ ছাড়ে,
পড়িবে পড়িবে ঘাড়ে, দুঃসহ যন্ত্রণা ॥
তব সুখে হয়ে সুখী, যখন ওরূপ নিরখি,
অনিমিক থাকে আঁখি, দেখেও কি দেখনা ॥
অদর্শনে চাঁদমুখ, সখা যে বিদরে বুক,
জীয়ন্তে মরণ দুঃখ, দিওনা নিওনা ॥ ১১৫

কালাংড়া—আড়খেমটা।

ভেটিবে মদনমোহনে, সেরূপ কার পড়ে সই মনে।
যে রূপে হারালে দুকুল, ব্রজ গোপিগণে ॥
পশুপক্ষ নাহি গণি, দেবতা মানব যোনি,
স্বকামেতে সর্ব্বপ্রাণী, মোহিত মদনে ॥
সকার্য্যে ভ্রমিছে সবে, স্বভাব নাহিক যাবে,
কোন কামী দেখেছ কবে, অকাম রমণে ॥ ১০৬

কালাংড়া—আড়খেমটা।

কখন কি হয় অকারণে, মন জানিবে কেমনে।
কভু মরি কভু বাঁচি, গমনা গমনে ॥
প্রাণ হারায়ে প্রাণসখি, শব প্রায় ভবে থাকি,
প্রাণ পাইলে পুনঃ দেখি, কমল নয়নে ॥
প্রাণ পেয়ে শ্রীপদপ্রান্তে, উঠে বসি ভ্রান্তি প্রান্তে,
নতুবা জীবন অন্তে, থাকি অচেতনে ॥
প্রাণ আমার যার দেহ, সে বিনে থাকেনা কেহ,
কেবল তেকি মায়া মোহ, জগত কারণে ॥ ১১৭

মিশ্র যোগিয়া—আড়খেমটা।

ও সেই ফকীর সর্ব্বনেশে।
নষ্ট করলে পাড়ার ছেলে, কমেন থেকে এসে॥
ছোঁড়ায় ছোঁড়ায় দেখা হলে, যেন কত নিধি মিলে,
বিষয় কর্ম্ম যায় গো ভুলে, মরে হেসে হেসে॥ ১১৮

আলাহিয়া—একতালা।

কি করো কি করো সরো যাই কাজে,
ছুঁয়না ছুঁয়না মরিব লাজে।
যে তোমার মত, থাক তাহে রত,
কায কি অন্তমত, এ পথ মাঝে॥
আমরা গোপের কুল ললনা, তুমি কি নাগর জেনেও জাননা,
বঙ্কিম নয়ন আর কেন হান,
সরলে ও বাণ কঠিন বাজে॥
সমানে সমানে থাকিব মানে, হীরক শোভিবে যেন কাঞ্চনে,
আহিরিণী সঙ্গ, ওকাল ত্রিভঙ্গ,
সে রস প্রসঙ্গ, তোমায় কি সাজে॥ ১১৯

ঝারোয়াঁ—ঠুংরি।

কে দিল মন তোয় মন্ত্রণা।
করবি কেলেসোণা সাধনা॥
রূপেতে মদন জিনি, হেরিয়ে নিল পরাণী,
কুলে কি কুলকামিনী-রবেনা॥
কি তোর রন্ধ্রগত শনি, ভাবিয়ে প্রমাদ গণি,
হারাইতে রে আপনি-আপনা॥
এ কাল আনিলি কেন, হইতে আপনি নিধন,
একিরে তোর অঘটন-ঘটনা॥

শুনিয়ে কাহার বাঁশি, ডাকিয়ে আনিলি ফণী,
কার ছিলে প্রেম ঋণী—বলনা। ১২০

বারোয়াঁ—ঠুংরি।

বুঝে তার সঙ্গে প্রেম করিস।
নৈলে মন ঝুরবি অহর্নিশ॥
ধিক দিবি বিধাতারে, দুনয়ন সে কেন করে,
ভুলে থাকতে পারবি না রে—এক নিমিষ॥
সে কাল ভালরি ভাল, ভালে করে শশীর আল,
আমি অভাগীর হাড় কাল—করা বিষ॥
এ বড় গুহ্য কথারে, কভু জানাওনা কারে,
বলে দিলাম ঠারে ঠোরে—চিনে নিস॥
আমি হইলে অন্তর, জুড়ায় সে সর্ব্বান্তর,
আমার উপরে তার—বড় রিশ॥
জগত মোহিত যার গুণে, কে তার মর্ম্ম বাখানে,
আমি মলে তার মনে—হয় হরিষ॥ ১২১

বেহাগ—আড়াঠেকা।

চিতে জ্বলিছে চিতে, অতি বিপরিতে॥
যা শুনেছি বেদ বিধিতে, সাধু গুরুর শ্রীমুখেতে,
তাই ঘটিল হাতে হাতে, কালার পিরিতে॥
একি সই ঘটিল হিতে, শক্তি নাহি নিবারিতে,
ভক্তি প্রতিবাদী তাতে, হয় মাথা খেতে॥
নারী নারি সম্বরিতে, যদি চাহি বারি দিতে,
দ্বিগুণ আগুণ জ্বলে তাতে, কপাল হতে॥ ১২২

ললিত—আড়াঠেকা।

কেন গো সজনী আমার মরণ নাহিক হয়।
কার মুখ চেয়ে করি জীবনের আশয়॥
প্রাণের প্রাণ মনের মন, হলো যদি অদর্শন,
তথাপি এ পাপ প্রাণ, কি সুখে এ দেহেতে রয়॥
শব দেহে সব সহে, দুঃখ বোধ নাহি তাহে,
সজীব শরীর দহে, ইহা কিগো প্রাণেতে সয়॥
অন্য সাধ থাকুক দূরে, কি সাধ কব তোমারে,
ফুকুরে কাঁদিনে ঘরে, কেবল গুরুজনের ভয়॥ ১২৩

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

ওহে প্রাণনাথ সহেনা এ যন্ত্রণা আমার বক্ষে।
হয়ে আপন, কেন গোপন, কঠিন কঠিন অপিক্ষে॥
তুমি আমার, আমি তোমার, তাত জান সর্ব্বপক্ষে॥
হ'য়ে সদয়, হওহে উদয়, জুড়াক হৃদয় চারি চক্ষে।
(তুমি আমার আমি তোমার, জানালেন গুরু কর্ণধার,
অপারের পারাপার, নাম তোমার সর্ব্বপক্ষে।
কি মহিমা, কে পায় সীমা, পুণ্যতমা প্রেম বক্ষে।
সঞ্চারিয়ে, দেখা দিয়ে, যাওহে কোথায় অলক্ষে।)
যে অবধি নাম তব, শুনেছি আমি কেশব,
প্রেমের সঞ্চার প্রাণে হয়েছে প্রত্যক্ষে।
কিবা করি, ওহে হরি, এখন তোমার প্রাপ্তি পক্ষে।
নাহি হেরে, প্রাণ তোমারে, বারি ধরেনা আর চক্ষে। ১২৪

সোহিনী—আড়াঠেকা।

সজনী অযতন কভু করোনা।
যতনে রতন পাবে ফেলেসোণা॥

যদি ধনী হবে ধনী, শুনহ আমার বাণি,
সাধে কর নীলমণি সাধনা ॥
সে ধন অমূল্য নিধি শোভিত যাহাতে, জগতে নাহিক তার তুলনা।
করিয়ে একান্ত ভাব, কান্ত ভাবে তারে ভাব,
ভাবিলে ঘুচিবে ভব যন্ত্রণা ॥ ১২৫

সোহিনী-বাহার—আড়াঠেকা।

প্রেমাদরে রাখ তারে করে প্রাণ পণ।
আদর নৈলে রইতে নারে সে নীলরতন ॥
ত্যজিয়ে সকল কার্য্য, কর তারে শিরধার্য্য,
আপনার সুখৈশ্বর্য্য, কর তায় অর্পণ।
সে ধন পরম পূজ্য, বিধি বিষ্ণু শিব গ্রাহ্য,
দেখ তারে অন্তর বাহ্য, হয়ে সচেতন ॥
ঘুচিবে মনের দিশে, আনন্দে বেড়াবে ভেসে,
হৃদিপদ্মাসনে বসে, দিবে দরশন।
মালা থাকুক শিকেয় তোলা, কর তারে জপমালা,
ঘুচিবে বিরহ জ্বালা, সে কালা মিলন ॥ ১২৬

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

জীবন মিছে ভূতের ঘর মায়াময় নশ্বর।
বারিতে হেরিছে কি রাই নাগর কানাই প্রাণেশ্বর ॥
আপনারে আপনি ভুলে, দেখছে কি রাই জলস্থলে,
আছে ত হৃদকমলে, কমললোচন পিতাম্বর।
উঠ রাধে শীঘ্র করি, কুম্ভ পূর্ণ করি বারি,
আমরা গোকুল নারী, গোকুলে যাব সত্বর ॥
অধোমুখে কেন রৈলে, প্রতিবিম্ব দেখে জলে,
ওই দেখ রাই বদন তুলে, কদমতলে বংশীধর।

ঋষি মুনি যোগী আদি, বাঞ্ছে দেব দেব বিধি,
যাহে ত্যজ্য কর নদী, দেখবে যদি জটধর ॥
মণি মুক্তা প্রবাল কাচে, ঊর্দ্ধ মধ্যে আর নীচে,
সে বিনে রাই কে আর আছে, কীট পতঙ্গ চরাচর ॥ ১২৭

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

প্রেমসুধাসিন্ধু সখি তার আঁখির মিলন।
না জানি কি শুভক্ষণে হ'ল দরশন ॥
দৃষ্টিমাত্র হবে তম, দূরে যায় মনের ভ্রম,
চুম্বক পাষাণ সম, করে আকর্ষণ ॥
ত্রিভঙ্গ মুরলী করে, কি হেরিলাম নটবরে,
বঙ্কিম নয়ন ঠেরে, হরে নিল প্রাণ ॥ ১২৮

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সে যেন সই এ কথা জানেনা।
কহিবার নয় অনিত্য কায় তাই তোমায় করি মানা ॥
কখন কি ঘটে কোন সময়, বিধির ঘটনায়,
আমি মরি ক্ষতি নাই তায়, পাছে শুনে পায় বেদনা ॥
সেইত সখি উত্তম, সুখেতে রয় স্বধাম,
অদর্শন-শেল হৃদয়ে মম, সদা যম যাতনা ॥
তার যা ইচ্ছা তাই হবে, অকুলে ভাসিবে,
কেশবে সবই সম্ভবে, স্বজীবেতে সবেনা ॥ ১২৯

মিশ্র মালকোশ—মধ্যমান।

দিন যায় কথায় কথায় বৃথায় আর গরজে।
আত্মসুখীর প্রেমসুখ কভুনা উপজে ॥

মনে মন বিচারি দেখ, স্বকার্য্য সহ সব দুঃখ সুখ;
যেজন যাহার সুখ, সেই তারে ভজে ॥
প্রভাত করিলে নিশি, তিমিরনাশি রাশী রাশী,
মধুরাজ ম (ই) লোন বসি, সহস্র সরোজে ॥
অনাথে নাহি জন্মে সার, রসিক করে রসের কারবার,
বানরে মণিময় হার, কলা পেলে ত্যজে ॥
পেঁচারে করিলে স্বাগন, সুখে ভাসে অনুক্ষণ,
কাটিয়ে চন্দনবন, দেখ মন বুঝে ॥ ১৩০

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যে বাঁচায় আমারে তারে এনে (অন্তর জেনে গো সখি)।
সে বিনে আর কে আমার, আছি তার শ্রীচরণে ॥
সে সর্ব্বকারণ কারণ, এ মম জীবন জীবন,
করেছি তায় প্রাণ অর্পণ, মরণ জীবনে।
আমি থাকিলে আমাতে, পঞ্চত্ব পায় পঞ্চভূতে,
চেতন থাকেনা চিতে, সুষুপ্তিতে অচেতনে ॥
দেহ হয় শবাকার, নাহি থাকে আপন পর,
লয় করে আলো আঁধার, কিছু আমায় না রয় মনে।
বিষয় লোভে আছি ডুবে, জানিনা সই উঠবো কবে,
তাহতে এসেছি ভবে, যেতে হবে তারই সনে ॥ ১৩১

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

সে দেশে নাই পাঁচ ভূতের গোল যুগল বিলাসে।
দেহ দেহী এক অঙ্গ নিত্য রঙ্গ রসে ॥
সর্ব্বকাল জোছনাময়ী, নাহি দিবা নাহি নিশি,
সুশীতল নয় অগ্নিবাসী, ত্রিগুণের সন্তোষে ॥ ১৩২

মিশ্র—আড়াঠেকা।

প্রেম কি মানব জমীর মূল।
ফসল তুলে নিলে খেলে আর ফুরায়ে গেল ॥
দেখে চন্দ্রবদন, মানুষ রতন,
মন তোর রসের ঘরে চেতন, কৈ হল ॥
হলি কুমীর ঘরের ঢেঁকী, বুঝলিনে মন বল্‌বো বা কি,
গাধীর দুগ্ধে হয় না হোমের ঘি ;
বিনে ভাবের ভাবী, হয় পণ্ড সবই,
লোচন হীনের উদয় রবি, যায় বিফলে ॥
মানুষেরে দিয়ে ফাঁকী, মানুষ ভাব মুদে আঁখি,
সুখ না পেয়ে উড়ে শুকপাখী ;
থাকিস পরাণ সঁপে চৈতন্যরূপে, দেখলিনে সাধন কূপের সম্মুখে,
কে ডাকিয়ে র(হি)ল ॥ ১৩৩

সোহিনী খাম্বাজ—কাওআলী।

প্রভাত না হয় রজনী (মরণ বিনে)।
গর্ভেতে রয় খর্ব্ব না হয় অহং গর্ব্ব অভিমানী ॥
সংসার কূপেতে ভুক্ত, কামাদি মদিরাশক্ত,
অবোধেতে অভিষিক্ত কর্ম ব্যর্থ বাণি,
ভক্ত রূপা মোহ ভক্ত হয় অন্ধ জ্ঞানী ;
অপথে যায় অখাদ্য খায় ভ্রমে ভ্রমে নানা যোনি ॥
গত দুটি রাত্র দিন, নিত্য আত্ম তত্ত্ব হীন,
শ্রীনাথেরে ভেবে ক্ষিন দেবে কামিনী,
ভাবেনা জীব ভবার্ণবে ডোবে আপনি ;
নয়নে না দেখে চেয়ে, আছে চাপা মরণে ছানী ॥

সচেতনে রও শ্রীচরণে, জাগ্রত সুষুপ্তি স্বপনে,
তম নাশ জ্ঞানাঞ্জনে স্বভাব জিনি,
প্রভাবে প্রফুল্ল হবে হৃদি নলিনী ;
দেখবে ঘরে নিশি হরে দিবা করে দিনমণি ॥ ১৩৪

মিশ্র—খেমটা।

কোথা থেকে এক ক্ষেপা এসে,
ছিল ব্রহ্মার দুর্লভ যে ধন লুটিয়ে দিলে দেশ বিদেশে ॥
সে দীনের বন্ধু নিন্দুকে দেয় কোল,
রোগী শোকী দুঃখী তাপী তরাচ্ছে সকল,
জীব নিস্তারিতে ভব বালাই দূর করিছে অনায়াসে ॥
তার কর্ম্ম কাযের নাই ঠিকানা ঠোর,
সে একটী ভাঙ্গে আরটী গড়ে ভাঙ্গ গড়তে ভোর,
ভাব হালা গোলা ভাবে ভোলা
মন ভুলালে পাগলবেশে ॥ ১৩৫

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

আলোক ধরা সুকঠিন ভেবে সব দীন হীন।
জানিয়ে নিতান্ত ক্লান্ত হ'ল অবোধ অপ্রবীন ॥
খপুষ্পতায় মেনে মনে, তাকিয়ে আছে গগন পানে,
নাহি ভজে সে চরণে, অপেক যার বাক্যের অধীন ॥
জানি হবেনা কারু, পরশিতে নারে সুমেরু,
বুঝেছে সে কল্পতরু, সাধু গুরু হতে ভিন ॥
পুনঃ পুনঃ জন্মে মরে, ভব পারে জন্মান্তরে,
থেকে ক্ষীরদ সিন্ধুনীরে, পিপাসায় মরে যত মীন ॥
বুঝেনা বুঝিতে পারে, নিত্য যায় শমনাগারে,
এইরূপ যাতায়াত করে, ভব ঘোরে রাত্রদিন ॥ ১৩৬

মারু মিশ্র—রূপক।

আয় মন ভেসে যাই আনন্দের পরিসীমা নাই।
সাধের কালাপানি ডুবে নাহি মেলে থাই (তার প্রেমে)॥
তলায়ে অতলে না মেলে মাটি, অধ উর্দ্ধ দেখি সমান ছুটী,
মিথ্যা খাটা খাটি বুঝিলাম খাঁটী,
স্রোতে উজান ভাটি যথা তথা ধাই॥
কে কহিতে পারে তার মহিমা, অপার অনন্ত কিবা তার সীমা,
অকলঙ্ক ইন্দু বটে জগদ্বন্ধু,
হেরি প্রেমামৃত সিন্ধু যেদিকে তাকাই॥
জোনাক মত্ত হয় আপনার তেজে, আপনার দোষে আপনি মজে,
আপন আপন কাযে, সামাল থাক নিজে,
করুক যে যা বোঝে, খোঁজে কার্য্য নাই॥ ১৩৭

মারু মিশ্র—রূপক।

ঘুচলো ঘোর ভোর হলো রজনী।
ধড়ে উদয় কে হ'ল না জানি॥
অঘোর নিদ্রা হইল ত্যাগ হল সজাগ মহাপ্রাণী॥
মরি কি পিরিতের রীত, আহ্বান নাই—অনাহুত,
অরুণ হইলে উদিত, প্রফুল্লিত কমলিনী॥
বিধির বিধি হয়ে বিদিত, নিরখি হয় হরষিত,
শশী হ'ল গৃহে উপস্থিত, হ'ল মুদিত কুমুদিনী॥ ১৩৮

মুলতান—আড়াঠেকা।

ফুটিল প্রেমেরই ফুল মানব সরোবরে।
নবঘন বরিষণে হৃদয় কন্দরে॥
জিনি অর্ক শশী ভাতি, নির্ম্মল কমল জ্যোতি,
বিরাজে কমলাপতি, হরিষ অন্তরে॥

সৌরভে ভ্রমর ঝঙ্কারে, কন্দর্পের দর্পহরে,
মধুব্রতী মধুভরে, টলমল করে ॥
মন্দ মন্দ বায়ু বহে, রসরাজ সুস্থির নহে,
মৃণালে কত দোল সহে, যুগল বিহরে ॥ ১৩৯

বেহাগ—আড়াঠেকা।

নাথ আছ ত সদয়।
অকিঞ্চনে করে দয়া দয়াল দয়াময় ॥
বৃদ্ধ যুবা আর বাল, সুখে সুখী চিরকাল,
আনন্দে রেখেছ ভাল, দিয়ে পদাশ্রয় ॥
যে সন্তোষ অন্তর, উপমা কি দিব তার, কহিবার নয় ;—
এই এক নিবেদন, জীবন মরণ,
সদা যেন শ্রীচরণ, স্মরণ রয় ॥
নিরখি অভয় কমল, আলোতে হতেছে আলো, উদয়ে উদয় ;—
কি সম্পদে কি বিপদে, অবলার অবোধে,
দেখ যেন শ্রীধর পদে, অনাদর না হয় ॥ ১৪০

তোড়ী ভৈরবী—মধ্যমান।

ঝুরি তাই মরে যাই হে আপশোষে।
আদরের ধন, করলেম না যতন, নীলরতন রাখি কিসে ॥
কুসঙ্গে মন হল পাজি, সদাই গররাজী,
চিরন্তন সঞ্চিত পুঁজি, হারাই বুঝি আপন দোষে ॥
শ্রীমুখেতে যা শুনিলাম, তাই নিরখিলাম,
ওপদ নাহি সেবিলাম, ডুবলাম বিষয় বিষে ॥
সদয় হইয়ে বিধি, মিলাইল যদি,
সুখময় আনন্দ নিধি, রাখতে নারলাম প্রেম সন্তোষে ॥ ১৪১

তোড়ী ভৈরবী—মধ্যমান।

না হলে দরদী প্রেমনিধি সদয় হবে কি।
লুভী কামীর যেতে মানা ভাব পাবেনা স্বসুখী॥
দৃষ্টমান না হলে সেধন, অকারণ অরণ্যে রোদন,
সফল বিফল সাধন ভজন সেবা বিনে মন সব ফাঁকী॥
কৃষ্ণ সেবে সুখ চাহে আপনার, তায় সুখী নয় সেবা করে কার,
ঘুচবে কি অন্তরের আঁধার, মিছে সার ডাকাডাকি॥
অহর্নিশি কৃষ্ণ ভজে, গুরু পদে নাহি মজে,
ঝুলিধারী ভবের মাঝে, ঘোরেত ঘোরে দেখি॥
অহং মদে হয়ে মত্ত, আপনি পড়ে আপনার গর্ত্ত,
নিজ সুখে পরমার্থ, অনর্থ তত্ত্ব সখি॥ ১৪২

বাহার—আড়াঠেকা।

অজপার সঙ্গে জপ গুরু দত্ত ধন (মন)।
কর জপে মালা জপে কিবা প্রয়োজন॥
হয়ে তার প্রেমের ভুক, গুরুপদে হাজির থাক,
প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে ডাক, হয়ে সচেতন॥
কি সকাল সন্ধ্যা কিবে, সদা জপ রাত্র দিবে,
হৃদকমলে প্রকাশিবে, সে নীলরতন॥ ১৪৩

কথির সুর—তেওট।

সখি জীবে কি হবে ছার, বিরিঞ্চির বোঝা ভার
সহজে হতেছে তার যে লীলে।
জানবে কি ওগো প্রাণসখি, মুদে দুটী আঁখি,
করে ধ্যান মুনিগণ আবার কোন ভাবে ব্রজগোপী ভুলালে॥
যে ভাবে ভাবের মানুষ এসে যায়, অন্যের সে খবর পাওয়া দায়,
মানুষে মিশিয়ে মানুষে, হেসে প্রেমরসে ভাসায়;

বহে প্রেমাম্বুধী, হৃদয় পাষাণ ভেদী, রসিক যদি হয় ;
প্রাণ সই এমনি দয়াময়, দিয়ে আপনি পদাশ্রয়,
মৃত্যুকে করে জয়, সহজে জীবে করে শিবময় ;
ভাবে উজান বয় সে নদী, না মানে বেদ বিধি,
আবার আনন্দে ভক্ত নদীর ঢেউ খেলে ॥ ১৪৪

কালাংড়া—একতালা ।

ভাসি অমিয় সাগরে অবিশ্রান্ত একাধারে ।
নির্হেতু প্রেম ব্রজরাজে উপজয় অন্তরে ॥
চারিদিকে শক্রবেড়া, কপাল হ'ল সৃষ্টিছাড়া,
সুখময় সুখের গোড়া, দেখাইব কারে ॥
কি করিবে মনের বাদী, সাধি না নাহি আরাধি,
নিরখি অধর নিধি, ভবাম্বুধী পারে ॥
ভয়ে ভাগে কামাদি ছয় জন, প্রেমনদী বহে উজান,
আনন্দময় হয় সদন, আলো করে ঘরে ॥
রসকেলি করে দুজন, পুলকে পূর্ণিত বদন,
মৃদু মন্দ বয় সমীরণ, আনন্দ মদন শরে ॥ ১৪৫

বারোয়া—ঠুংরি ।

মানুষে মানুষ চেনা দায় ।
বুদ্ধি মন অতীত স্থানে সর্ব্বজনে রয় ॥
ত্রিবিধ মানুষ আছে, মানুষ চিনে লও বেছে,
সে বিনে নাহিক বাঁচে, মানুষ সমুদয় ॥
না জানি কি রূপ ধরে, রাত্রি দিন আলোর আঁধারে,
অজারে কণ্ঠের হারে, সম শোভা পায় ॥
বাস করে একস্থানে, সুখী হয় উভয় মিলনে,
অথচ নাহিক জানে, কেন এসে যায় ॥ ১৪৬

খাম্বাজ—ঠুংরি।

সৎজন চিনে মন পিরিত কর।
সুখেতে ভাসবি যদি পরস্পর॥
এ কায়া মোহিনীর মায়া অসার নশ্বর॥
তরিতে তরবি যদি নদী, আপনি হসনে আপনার বাদী,
ধরাতে তুই ধরবি যদি, শশধর॥
যাতে নাই সে চাঁদের আলো, তায় মিছে আপন বল,
অবোধ মিত্র হতে ভাল, জ্ঞানী তস্কর॥
কেন মিছে ঘোর অন্ধকূপে, পাপের ভরায় প্রাণ সঁপে,
সাধু যদি অপরাধে কোপে, সাঁপে হবে বর॥
হয়ে ভৌতিক দেহের প্রভু, যে জন হচ্ছে যশস্বী বাবু,
সে বামন না পারে কভু, ধরিতে অধর॥ ১৪৭

লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যে জানেনা যন্ত্রণা সখি তায় কর মানা।
পিরিতি ভুজঙ্গ ফণা কভু করে ধরনা॥
অতি বুদ্ধির লাগে ধোঁকা, দেখতে সরল চলন বাঁকা,
অমিয় গরল মাখা, অদেখায় প্রাণ বাঁচেনা॥
যতনে প্রাণপণে পুষে, দংশিলে স্বভাব দোষে,
বিচ্ছেদ কালকূট বিষে, শেষে যেন জ্বলেনা॥
দরশনে জুড়ায় অন্তর, সুখ হতে সুধাকর,
অদর্শন দুঃখ অপার, নাহি তার তুলনা॥ ১৪৮

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

তুমি যার যে তোমার পুরাও তার সাধ।
আর প্রাণে সহেনা বঁধু পিরিতি বিবাদ॥

তুমি দিবা তুমি নিশি, তুমি রবি তুমি শশী,
আমি দাসী অকূলে ভাসি, গণিয়ে প্রমাদ ॥
বাঁধিয়ে পিরিতি ডোরে, লুকাইয়ে অন্ধকারে,
আর কেন নাথ এমন করে, অবলারে বধ ॥
হয়ে তব প্রেমাধিনী, ভ্রমে আমার বলে জানি,
বহু হল কুমুদিনী, তুমি একা চাঁদ ॥
আছি এক সরোবরে, পদ্মিনী কুমুদ কহ্লারে,
নিত্য সম তম হরে, কারে দিলে সে পদ ॥ ১৪৯

কালাংড়া—কাওআলী।

পিরিতি সুকমল বণিতা গুজনে গুজনে কথা।
উভয়ে উভয়ে সন্তোষে দুই মুখে সুধা সমতা ॥
পরস্পর মনের উল্লাসে, বচনে সুধা বরিষে,
শ্রবণে আনন্দে ভাষে, রসে রসে হয় মিলিতা ॥
কভু নাহি হয় সংলগ্ন, হতে নাহি দেয় মগ্ন,
পদে পদে করে ভগ্ন, দুর্জ্জন হইলে শ্রোতা ॥
যারে বিড়ম্বিত বিধি, বিধি মতে সে হয় বিবাদী,
শুষ্ক করে সুধাম্বুধী, ভেকে যদি হয় পতিতা ॥ ১৫০

ললিত—আড়াঠেকা।

যে ভালবাসে যাহারে সেই সুন্দর তারে।
সর্ব্বরূপ প্রেমময়ী অখিল সংসারে ॥
যাতে প্রেম না উপজয়, আঁখি তায় না ফিরে চায়,
কাল ধল রূপে তায়, ভুলাইতে পারে ॥
কুরূপ হইলে সেজন, দেখে তার চন্দ্রবদন,
কানা পুতের নাম পদ্মলোচন, রাখে যতন করে ॥

অদর্শন হয় যদি, আঁখি ঝরে নিরবধি,
কায কি আমার রূপে কাঁদি, আয়না খেঁদী ঘরে। ১৫১

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

অপ্রেমিকের দরদ বৃথায়, প্রেম নাহি উপজে তায়।
ক্ষুধিত দেখে করে অতিথ ব্যথিত পাব কোথায়॥
যেমন বালিকা বঁধু, বদ্ধ হৃদি পদ্ম মধু,
সাদরে আদরে বঁধু, শুদ্ধ মিষ্টি কথায়॥
আপন স্বভাবে চলে, বচনে সর্ব্বস্ব ঢালে,
ফলে কভু নাহি ফলে, মুখে বলে কাযে নয়॥
দেখিয়ে কালের গতি, অবাক হ'য়ে করি স্থিতি,
হাবড়ে পড়িলে হাতি, ভেকের লাথি স'য়ে রয়॥ ১৫২

কালাংড়া—একতালা।

কেন * * চাইলি মন ডেকে, ভাল ছিলিত নিবৃত্তি থেকে।
নিরখি ত্রিভঙ্গ বাঁকা থাকবি যদি বেঁকে॥
ডুব দিয়ে প্রেমাম্বুধী, ধরিতে ধরায় নিধি,
* * * * এক করবি যদি, রসের করণ দেখে॥
জন্মেছ মরিতে হবে, সেটাকি দেখনি ভেবে,
* * টিপিলে আর নাহি রবে, সইতে হবে শেল বুকে॥
দেখা দেখি করিয়ে সক, ক্লেশ পেলে হক নাহক,
একি তোর লোক জানান জাঁক, অন্তরে ফাঁক রেখে॥ ১৫৩

কালাংড়া—একতালা।

সে রস যে জানে সে জানে, কত সুখ হয় সুধাপানে।
নিত্য সুখী নিত্য সুখে অকাম রমণে॥
কি তার আকর্ষণ জোর, সেই জানে যার আছে নজর,
সাধে কি গো থাকে চকোর, চেয়ে চাঁদ পানে॥

যাহার নজর সাঁচা, সেই করে তার কেনা বেচা,
বুঝবে কি তা চেঁটা বোঁচা, কালপেঁচাগণে ॥ ১৫৪

কালাংড়া—একতালা।

কে আমি বুঝতে নারি সখি কে চিকণকালা।
স্বরূপেতে সত্য বল হয়ে কপট খোলা ॥
নিরখি নির্ম্মল চাঁদ, মজে আছি জনমের শোধ,
নাহি বোধ ভেদাভেদ, অবোধ অবলা ॥
কেবা অঙ্গ অঙ্গী করে, কে বিহরে নিরাকারে,
তুমি দেখিছ আমারে, পুরুষ কি বালা॥ ১৫৫

কালাংড়া—একতালা।

মিলেনা যায় বুদ্ধি মনে, তারে ভুলালে কেমনে।
প্রেমসুখে ভাসিছে দুইজন আনন্দ মদনে ॥
ফণীন্দ্র মণীন্দ্র মুনি, ধ্যানে পায়না পদ্মযোনি,
ধন্য ধন্য ধন্য ধনী, না জানি কি জানে ॥
অসাধ্য সে সাধ্য সাধন, নাহিক তার আরাধন,
বাধ্য নাহি হয় কদাচন, সে নিরঞ্জন নিগুণে ॥
ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করি, রক্ষা করেন ব্রজপুরী,
হেন সাধের গিরিধারী, ধরালে চরণে ॥ ১৫৬

কালাংড়া—আড়খেমটা।

তব নব অনুরাগে পিরিতের লাগি প্রিয়ে।
তবে কেন সেধেছিলে মন প্রাণ দিয়ে ॥
মজায়ে রসিক জনে, এত যদি ছিল মনে,
প্রেমরস আস্বাদনে, যাবে দাগাদিয়ে ॥
সে যতন কোথা গেল, কিসে এ বৈরাগ্য হ'ল,
কার ভাবে মন মজিল, বল কি সুখ পেয়ে ॥ ১৫৭

কালাংড়া—কাওআলী।

সেই ভাল যা হ'ল পিরিতি হে।
যা আছে সুখ দেখা দেখি তাও কি হারাব হে॥
কোথা থাক কিসে রত অব্যাহত গতি,
তুমি যে রাখিবে প্রেম জানা গেল রীতি হে॥ ১৫৮

কালাংড়া—কাওআলী।

যা সাজাও তাই সাজে তোমারে হে।
পুরুষ পরশ, নাহি কোন দোষ,
নারী মরি লাজে হে॥
ওহে অধর তিমির হর, চাতকীর প্রাণ জলধর,
ফের আপন তেজে হে॥
কলঙ্কে কলঙ্ক রটায় শুনে প্রাণে বাজে হে। ১৫৯

কালাংড়া—আড়খেমটা।

যখন ভাবি সে নীলমণি, হই সই না জানি কি ধনের ধনী।
সুখ সাগরে বেড়াই ভেসে, বিরলে বসে একাকিনী॥
ধ্যান করে পদ্মযোনি, যতনে চরণ দুখানি,
খবর পায়না ঋষি মনি, কি জানি অল্প প্রাণী॥
কে আমার আছে পূজ্য, কারে বা করিব ত্যজ্য,
ব্রহ্মপদ হয়না গ্রাহ্য, বিষয় রাজ্য ত না গণি॥ ১৬০

কীর্ত্তনাঙ্গ—যৎ।

এখন জুড়াল তাপিত হিয়ে (প্রাণনাথ হে)।
আমি মরে ছিলাম যেন, বাঁচিলাম এখন,
তোমার শ্রীঅঙ্গের হিল্লোল পাইয়ে॥
এঅঙ্গে শ্রীঅঙ্গ, শ্রীঅঙ্গে এঅঙ্গ,
রাখ অভেদ ভাবিয়ে॥ ১৬১

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সাধে কি গো কালাকলঙ্কিনী, (কলঙ্কিনী গো সখি)।
রূপ সাগরে ডুবলে আঁখি, কুল পায় সখি, কোন কামিনী॥
উপমা কি দিব আর, লাজে লুকায় শশধর,
অকলঙ্ক শশী তার, মনোহর বদনখানি॥
অন্তরে নিরখি সদা, আছি তার প্রেমে বাঁধা,
সে আমার সাধের সাধা, ক্ষরে সুধা মধুর বাণি॥
অন্ত সাধ যাক দূরে, কি সাধ কব তোমারে,
রূপে নয়ন মন হরে, মত্ত করে মদন জিনি॥ ১৬২

লুম্ ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সই চিনিনে যাই কেমনে নিকুঞ্জ বনে।
একলা রয়েছে কালা প্রাণ দহিছে শুনে॥
ক্ষণে ক্ষণে বংশী নাদে, সদা করে রাধে রাধে,
তত অঙ্গ বাদ সাধে, চরণ বাধে চরণে॥
হয় হবে কুলে কালি, দেহ সখি পদধূলী,
হেরি গিয়ে বনমালী, বিনি মূলে রাখ কিনে॥
ননদী বিছে দংশিছে, সংসারে সই সুখ মিছে,
মণির কি তুলনা কাচে, কি ধন আছে সে বিনে॥
মনেরে সাধিব কত, মন নহে মনোমত,
প্রাণ হল ওষ্ঠাগত, না গেলে ত বাঁচিনে॥ ১৬৩

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

নিরাকারে পিরিত করা বৃথা (বৃথা গো সখি)।
মানুষ বই ইষ্ট সংস্থান সে ব্রহ্মজ্ঞান কথার কথা॥
দৃষ্টমান না হ'লে তার, ঘোচেনা অন্তরের আঁধার,
পরিব কি সখি প্রেমহার, মেলেনা তার বক্তা শ্রোতা॥

অদর্শনে প্রাণ বাঁচা ভার, থাকতে নয়ন হেরি শূন্যাকার,
আমি সাকার সে নিরাকার, মাথা নাই তার মাথার ব্যথা॥
কি কার্য্য তার গুরু করণ, অন্ধের অঞ্জন নিষ্প্রয়োজন,
অকারণ তার সাধন ভজন, অরণ্যে রোদন যথা॥ ১৬৪

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

স্বসুখে নিদ্রিত ছিলে আপনা পাশরি।
কপট কপাট দিয়ে বন্ধ করে পুরী॥
মম তম হরে নিল, প্রেমতরু অঙ্কুরিল,
কে জাগালে কে জাগিল, বল ত্রিপুরারী॥
মম সেনা ছিল যত, সবে হ'ল পরাভূত,
কে খুলে দিলে এপথ, তুমিত দোয়ারী॥
চিনিতে না পারি ধনী, মস্তকে শোভিছে মণি,
স্থির সৌদামিনী জিনি, রূপের মাধুরী॥ ১৬৫

মিশ্র—খেমটা।

মন তুমি খুব প্রেম করিলে।
করে নাম সুধা পান, তোমার ঝরলো না প্রাণ,
কঠিন পাষাণ সেওত গলে॥
ছি ছি মন তোমারে বলব কি অধিক,
তুমি পেয়ে হাতে, কুসঙ্গেতে, হারালে মাণিক :
তুমি দশের বোলে, কৃতি হলে, চিনলে না চৈতন্য মূলে॥
তুমি যার জহুরী গেল তা জানা,
নিজে ঢেঁকীর মুশল, ভাব তুঁষকে ফসল, আসল চিনলে না;
তুমি কি করে পণ, নিলে কি রতন, কিধন পেয়ে ভুলে রইলে॥
তুমি অনাথিনী ছিলে যে একা,
তোমায় ঘুম ভাঙ্গায়ে, চেতন দিয়ে, কে দিলে দেখা;
গুরু সত্য মান, কথা শুন, পড়না আর মায়াজালে॥ ১৬৬

বারোয়াঁ—ঠুংরি।

সাধে পূজি আরাধি।
নিরখি অপার অনন্ত করুণানিধি ॥
পিতা পুরাতন বৃদ্ধ, আমি পুত্র চিরবাধ্য,
সে আমার পরমারাধ্য, আজ নয় অনাদি ॥
শুন কই মম বৃত্তান্ত, নহি মরা নহি জীয়ন্ত,
সেবী নিত্য অবিশ্রান্ত, না জানে বেদ বিধি ॥
না জানি কিসের লাগি, হইয়ে সর্ব্বস্বত্যাগী,
জানিলেন শিব যোগী, পায় হ'য়ে সমাধি ॥
সে অমিয়ময় ইন্দু, স্রোত বাহী ভক্ত সিন্ধু,
স্রোত কণার কণা বিন্দু, আমি স্রোত নদী ॥ ১৬৭

বারোয়াঁ—ঠুংরি।

না চিনে চিন্তা করা ভার।
মন তুমি ধ্যান কর মিছে সেই পরাৎপর ॥
ভেবে মুনি ঋষি কত, শত শত পরাভূত,
সর্ব্বগত সর্ব্বাতীত, অধর সে অধর ॥
বারজনে করিয়ে গোল, হাজার মুখে দাও হরিবোল,
অন্তর বাহিরে কেবল, দেখবে অন্ধকার ॥
না হলে সদগুরু ভক্তি, দ্বিতীয় নাহিক যুক্তি,
সাধু শাস্ত্র শ্রীমুখের উক্তি, কর সারাৎসার ॥ ১৬৮

বারোয়াঁ—ঠুংরি।

সদগুরু দেখে চেনা দায়।
চকোর বিনে চাঁদের সুধা পেঁচায় নাহি খায় ॥
অধর সে অধর ইন্দু, পিয়ুষ পিয়ে ভক্ত বিন্দু,
অপার করুণা সিন্ধু, দয়াল দয়াময় ॥

নির্লোকে কে তেমন আছে, মণির কি তুলনা কাচে,
কার উপদেশে ঘোচে, ত্রিতাপ শমন ভয়॥
সত্য মনে হ'য়ে রাজী, না হ'লে তার কাযের কাজি,
আনাগোনা আব গরজি, কর বৃথায়॥
করিয়ে পিরিতি ব্রত, হলে কি হয় অনুগত,
এসে যায় দিন কত, শব্দ পরিচয়॥
ধ্যানী জ্ঞানীর বৃথা শ্রম, নাহি যায় মনের ভ্রম,
কল্পনা রূপেতে প্রেম, নাহি উপজয়॥
সম্মুখে যদ্যপি থাকে, অবোধ নাহি দেখে তাকে,
বিদ্যা নাহি প্রকাশ থাকে, পণ্ডিতের গায়॥ ১৬৯

মিশ্র—খেমটা।

সত্য গুরু কারে বলে মন।
ও তার বিবরণ কাণ পেতে শোন॥
ভাসবি সুখ সাগরে, অগাধ নীরে,
অন্তরে ভাবলে পরে, সে চরণ॥
তারে পুরুষ নারী ত্রিপুরারী বলে সকলে,
শশী শোভে তার ভালে, সব কালে,
জীবের জাগ্রত সুষুপ্ত স্বপনে, আছে তিন অবস্থায় সচেতন॥
সর্ব্ব ভূতের অগোচরে সর্ব্ব ভূতে রয়,
জীবে খবর নাহি পায়, কিসে পায়,
সে নয়ন মেলে চায়না মূলে, তারে সবাই বলে ত্রিলোচন। ১৭০

কালাংড়া—আড়খেমটা।

যে গুরু চরণাশ্রিত, অকারণ অনাহুত,
নিত্য সাধে প্রেমামোদে অচ্যুত পদে অচ্যুত।
অচেতনে চেতন পেয়ে, জ্ঞান পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে,
দেহ প্রাণ সমর্পিয়ে, সদা পিয়ে পরমামৃত॥

কি দিব তার পরিচয়, কাল ভয়ে কম্পিত নয়,
সে মঙ্গলময় নাহিক সংশয়, দেখলে প্রাণ হয় প্রফুল্লিত ॥
ভাবে জানা যায় ভাবাবেশে, সে ডুবে রয় ভক্তিরসে,
রোষেতে সমুদ্র শোষে, ত্রাসে পলায় রবি সুত ॥ ১৭১

কালাংড়া—কাওআলি।

সাধুসঙ্গ বই নাই উপায় (ভবপারের।)
বহু ধর্ম্ম আছে জীবের যে ধর্ম্মে যে ধায় ॥
পড়িয়ে সংসার জাল, বদ্ধ সব অনাদি কাল,
বেড়ায় যেন পঙ্গপাল, খালাস নাহি পায় ;
পলাবার না দেখে পথ যে দিকে তাকায় ;
দেবতা মানব আদি ধরে যে যত কায় ॥
কি যবনী কি খৃষ্টানী, পৌত্তলিক ব্রহ্মজ্ঞানী,
ভবার্ণবে সর্ব্বপ্রাণী, হাবুডুবু খায় ;
জীবনে ডুবিয়ে হয় জীবন সংশয় ;
তরিতে অটল তরী মেলে সাধু পায় ॥
স্বধর্ম্মে করিয়ে যুক্তি, তার নামে যার আছে ভক্তি,
তুচ্ছ হয় তার ব্রহ্মমুক্তি, পরাশক্তি পায় ;
চক্রভেদী প্রণব সঙ্গে প্রারব্ধ পলায় ;
সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রাপ্তি হয় তার শ্রীচরণ কৃপায় ॥ ১৭২

কালাংড়া—আড়খেমটা।

গুরু বই কে জগদীশ্বর, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার,
গুরু অধিক নাহি কদাপি বিরাটরূপী মানুষ অবতার।
ব্যাপ্ত পদ উদয় অস্তাচলে, ত্রিপদ ভূমি নাহি মেলে,
শোভে কত চরণ কমলে, নখ উজ্জলে রবি শশধর ॥
জগৎময় গুরুর সত্তা, স্থাবর জঙ্গম ভর্ত্তা,
গুরু সর্ব্ব জন কর্ত্তা, ব্রহ্মাত্মা দাতা অধর ॥

ভব নদীর নাই পারাপার, হেট মস্তক হয় সবাকার,
জীবেরে করিতে নিস্তার, কে আছে আর হেন কর্ণধার ॥
দৃষ্টিমাত্র তুষ্ট করে, দুষ্টের দুষ্টমতি হরে,
সমদয়া সর্ব্বোত্তরে, বর্ব্বরে পায় না বারম্বার ॥ ১৭৩

মোহিনী—খেমটা।

দেখছে বেড়া নেড়ে,
নেড়া নেড়ীর মন, সচেতন কে কেমন।
করলে অঙ্গ গোপন, মানুষ রতন,
থাকবে যতন, কার কেমন ॥ ১৭৪

কালাংড়া—একতালা।

গুরু বই নাই জীবের গতি, তথাপি আত্ম বিস্মৃতি।
ছানীতে তার মণি চাপা, পায় না কৃপায় অব্যাহতি।
দয়াময় সর্ব্বত্র সদয়, অন্ধের মিথ্যা অরুণ উদয়,
নয়ন মুদিয়ে ধিয়ায়, সম্মুখে রয় জগৎপতি ॥
শাস্ত্রাভ্যাসে হবে জ্ঞানী, আপ্ত বুদ্ধি শুভ মানি,
মানেনা শ্রীনাথের বাণি, না জানি কি দুর্ম্মতি॥
যে নাম ঔষধি যোগে, মুক্তি পায় নর ভবরোগে,
কাল শমন ত্রাসে ভাগে, কোথায় লাগে,
সে পাজীপুঁথি (ভক্তগণের) ॥ ১৭৫

কালাংড়া—একতালা।

গুরুপদে অনন্ত সুখ, রাষ্ট্র আছে সকল মুলুক।
মনেরে বুঝাব কত বোঝেনা ত নিতান্ত উজবুক ॥
করণ ধারী ভক্ত যত, সেই পদে পদাশ্রিত,
অকারণ অনাহত, প্রেমানন্দে যায় ভেসে বুক ॥

গুরু অনুরাগে বসে, রোষে অতল সিন্ধু শোষে.
ভাবাবেশে আনন্দে ভাসে, পলায় ত্রাসে অখিলের দুঃখ ॥
অভাগার নয় অন্তর খাটী, অনর্থ সার হাঁটা হাঁটী,
শুধু কেঁদে ভিজায় মাটি, চরণ দুটী হয়ে বিমুখ (শ্রীনাথের) ॥
ভেকভণ্ড পাষণ্ড মন যার, বল্লে তারে একে করে আর,
মাখন ফেলে ধরে ঘোলের বিচার, পাবে কি নচ্ছার উল্লুক ॥ ১৭৬

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা ।

কে জানে মহিমে (গুরু গো তোমার) তারিতে অধমাধমে ॥
কি বলিব আমি ভ্রান্ত, ভাবিয়ে না পাই অন্ত,
ডুবিয়ে তায় অবিশ্রান্ত, ভ্রমি মন ভ্রমে (অপার অসীমে) ॥
কে বুঝিতে পারে মর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্মাকর্ম্ম,
সুনীচ কুলেতে জন্ম, যায় নিত্য ধামে (তব মধুর নামে) ॥
হইলে স্মরণাগত, দেহ ধন মনোমত,
নিরখি হয় আনন্দিত, ডরে তারে যমে (হেরে আত্মারামে) ॥ ১৭৭

কালাংড়া—একতালা ।

দয়াল দাতা কল্পতরু, ভগবান মহান্ত গুরু ।
ব্রহ্মাত্মা তাঁর তনুভা, অঙ্গ শোভা, তায় ফল সুচারু ॥
স্বয়ম্ভু শিব সেই বৃক্ষ, ঊর্দ্ধ অধ হয় না লক্ষ্য,
অন্তর্যামী সর্ব্বদক্ষ, বিপক্ষ কভু নয় কারু ॥
একেশ্বর তার নাহিক তুল, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম স্থূল হতে স্থূল,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল, অনন্ত জীব বীজ সরু ॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তা হদ্দ, ত্রিলোক তাঁহার বাধ্য,
সহজ সিদ্ধ দুরারাধ্য, ঊর্দ্ধ সে জিনি সুমেরু ॥
চৈতন্য চাঁদের গোড়া, শাখা পল্লবে জগৎ বেড়া,
দ্বিতীয় মেলে না জোড়া, সৃষ্টি ছাড়া রসের দারু ॥ ১৭৮

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

গুরু আদর্শ দর্পণ, নয়নের নয়ন।
মন-ভ্রমে কোন ক্রমে স্বকামে মজ না মন ॥
অগতির পরম গতি, রতিমতীর রতি মতি,
অপ্রিয়র অপ্রিয় অতি, প্রিয় জনের প্রিয় জন ॥
অকাম অন্তরে জাগিবে, ভাবে ভাব উপজিবে,
যে ভাবে তাঁরে ভাবিবে, তাই পাবে দরশন ॥
দিনের দিন সঙ্গের সাথি, শীতল উজ্জ্বল ভাতি,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি, সর্ব্ব কারণ কারণ ॥
সে সর্ব্ব জীবের জীবন, সাধারণের চোক সাধারণ,
আত্মা নিরীক্ষণ লোচন, জ্ঞান মুকুর অসাধারণ ॥ ১৭৯

মিশ্র—খেমটা।

নাবিক চিনে নৌকায় চড়।
তরফা গাঙ্গ তুফান ভারী, আছড়ে তরী, করবে গুঁড় ॥
তুমি দাঁড়ের ভরসা কর বৃথা, বেয়েযায় কার মাথার উপরে মাথা,
অনুরাগ পাবি কোথা, নাইক সেথা বাবা খুড় ॥
সে নদী স্থূল হতে স্থূল, মেলেনা তার সমতুল,
কেন হারাবি দুকূল, নাইক তার সীমে মুড় ॥
তুমি দেখছ যত লম্বা দাড়ী, এরা বাঙ্গাল মাঝি সব আনাড়ী,
সাধ্য কি দেয় তায় পাড়ি, দেখলে হবে জড় সড় ॥ ১৮০

কালাংড়া—কাওআলী।

চাঁদ গৌর বিনে কে দরদী ভাবের ভাবী।
অবোধ মন, কথা শোন, কার কাছে আর পাবি ॥
অনাহারে সুদুর্ব্বল, পিপাসায় নাহি জল,
জ্বলিছে জঠরানল, প্রবল রবি ;

পায় না পায় পেটের দায়, এসে যায় লোভী ;
রস রঙ্গে প্রেমতরঙ্গে, কার সঙ্গে, আর ডুবি ॥
নয়নের হয় নয়ন, প্রেমানন্দে ভাসে মন,
দুর্লভ পিরিতি রতন, যে পায় আজগুবি ;
ইচ্ছা করে, রূপ সাগরে, তলিয়ে থায় থাবি ;
জীয়ন্তে যে মরে রয়, সয় তারে সবি (সবই) ॥ ১৮১

আলাহিয়া—একতালা।

নাচে গৌরাঙ্গ, মত্ত মাতঙ্গ,
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ, নাই যোষিত সঙ্গ।
সহজ বিবর্জ্জন, নারী পুরুষানন,
শক্তি শক্তিমান, অভেদ অঙ্গ ॥
ভক্ত সঙ্গে কভু দিয়ে হরিবোল,
মত্ত হয় যেন উন্মত্ত পাগল,
বোঝা যায় না বোল, কি ভাবে বিভোল,
স্থাবর জঙ্গমে দেয় কোল, হ'য়ে উলঙ্গ ॥
কে বুঝিতে পারে কি তার লীলে,
জাগ্রত স্বপন সুষুপ্তি কালে,
'রা' 'রা' মুখে বলে, ভাবে পড়ে ঢলে,
আনন্দ উথলে, সুখ তরঙ্গ ॥ ১৮২

মিশ্র পরজ—আড়াঠেকা।

কি নাম শুনালে গুরু গোপনে (মরি মরি)।
নাম নয় সে সুধা রাশি ভাবি মনে ॥
নিদয় হৃদয় মম, মরুভূম সম, তাহে উপজিল প্রেম, শ্রবণে ॥
ভেবে ছিলাম হবার নয় হয়নিক কারু,
অঙ্কুরিল প্রেমতরু, পাষাণে ॥
কি তার মাধুরী মরি, হরি বশীভূত,
প্রফুল্লিত হয় চিত, স্মরণে ॥ ১৮৩

মিশ্র—খেমটা।

বলব কি—হুকের কথায় লাগে রিশ।
বলে যাই ঠারে ঠোরে উনিশ বিশ (চিনে নিস, কি করিস)॥
জোর পেলে বাপ পোয়ে ছাড়ে না, বিষম কলিকাল,
সামাল সামাল রে মায়াজাল;
কই অপূর্ব্ব কথা সুধা দাতার কণ্ঠে বিষ (চিনে নিস, কি করিস)॥
যেমন দেখে তেমনি শেখে দেখে হাসি পায়,
ভেকে ফনী ধরে খায়, হায় রে হায়;
এরা কেউ কারে না দেখে চেয়ে,
তাই আপনা দিয়ে সব বুঝিস (চিনে নিস, কি করিস)॥ ১৮৪

কালাংড়া—আড়খেমটা।

কর মন বিবেচনা, বাসনা থাকিতে হবে না।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী, নামী ধামী যেতে মানা॥
অযত্ন সাধন সিদ্ধ, সহজ মানুষ প্রেমের বাধ্য,
দেব দেব দুরারাধ্য, অসাধ্য সাধ্য সাধনা॥
কেবল গোপী ভাবে ভুললো, প্রেম সেবা আনুকূল্য,
জগতে নাই তার তুল্য, অমূল্য সে কেলেসোনা॥
কি করিবে সাধনে পেকে, ভক্তির কাছে মুক্তি ফিকে,
নিত্য সুখী নিত্য সুখে, শিখে ত সে প্রেম হবে না॥ ১৮৫

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

নর লীলা নিল্লে'কে বোঝা ভার।
রক্ষা হেতু সাধু শান্ত অনন্ত মহিমা অপার॥
কভু সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বময়, কভু রাখাল গোধন চরায়,
তার এ কার্য্য সমুদয়, ভগবদ্গীতায় আছে বিস্তার॥
ভূভার হরিবার তরে, অবতীর্ণ বারে বারে,
এবার কি বলিব কারে, আপনারে আপনি লাগে চমৎকার॥ ১৮৬

মোহিনী—খেমটা।

বলব কি ভাই যা দেখতে পাই অন্তরে অন্তরে।
নাইক শ্রোতা, ঘরের কথা, কওয়া বৃথা পরে॥
কইলে হিত নয় হয়রিত, ছাড়ে সুহৃত বিগড়ে চিত,
পিরিত করব নিয়ে কারে॥ ১৮৭

বারোয়াঁ—ঠুংরি।

তার গুণের বালাই লয়ে মরে যাই।
এ ভূতের সংসারে আর কায কি ভাই॥
আঁধার ঘরে আগুন দিয়ে, আপনার মাথা আপনি খেয়ে,
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে, সঙ্গে বেড়াই॥ ১৮৮

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

চিত্তশুদ্ধি যদি হয় কৃষ্ণ প্রেম উপজয়।
সে ভাব স্বভাব সিদ্ধ বিদ্যা বুদ্ধির কর্ম্ম নয়॥
হইয়ে বিবিধ পন্থি, সাধন ভজন মনের ভ্রান্তি,
না ভাঙ্গিলে হৃদয় গ্রন্থি, নাই তার শান্তির উপায়॥ ১৮৯

মিশ্র—খেমটা।

সে পুর ঢুকতে ভুর অমনি ভেঙ্গে যায়।
(তার) নীচের তালায় আছে তালা খোলা বড় বিষম দায়॥
জারি জুরি কর না মন, বুজরুকি খাটে না তায়;—
সে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী নামী ধামীর কর্ম্ম নয়॥ ১৯০

লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ধীরে নীরে তোরা আয় সখি সকলে।
চঞ্চলতা নাহিক সয়, অদর্শন হয়, হিল্লোলে॥

সুস্থির করেছি আঁখি, হ'য়ে আছি অধমুখী,
জীবনে জীবন দেখি, প্রয়োজন কি গোকুলে॥ ১৯১

মিশ্র—খেমটা।

আর পারিনে কুটিতে ছড়ো ধান।
তাই ছেড়েছি ঢেঁকসেলের কাম॥
মরি খেটে খেটে, চিটে কুটে,
ও সই কেবল ওঠে, চালকি নাম॥ ১৯২

কালাংড়া—আড়খেমটা।

এক শঠ আর লম্পট ভাল মিলেছে ডুজনে।
মর্ম্ম কথা ধর্ম্ম জানে কি বাসনা মনে॥
চৌদিকে কুসুম কানন, কার নাই গমনাগমন,
তাহে মদন হুতাশন, পঞ্চবান হানে॥ ১৯৩

বিভাস—আড়খেমটা।

ঐ বেশে আমাদের গৃহে আয় রে রসরাজ।
সাধ করেছে রাজনন্দিনী দেখবে রে তোর রাখাল সাজ॥
বলাই দাদা লয়ে সঙ্গে, গোধূলি ধূসর অঙ্গে,
দাঁড়াও এসে ত্রিভঙ্গে, শশী পাবে লাজ॥ ১৯৪

তোড়ী ভৈরবী—মধ্যমান।

হাসি হাসি বঁধু যখন প্রাণ প্রেয়সী বলিবে।
দেহ হতে প্রাণ মন কে যেন সই হরিবে॥
সম্বোধিয়া প্রেমময়ী দাসী, কথাতে সুধা বরষি,
ধরায় যেন গগনশশী, আসিয়া ধরা দিবে॥ ১৯৫

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

রসিক সুজন যদি হয় প্রেম পরিচয়।
সুধার্ণবে ডোবে দুজন নদী নালা উজান বয়॥
হাজার যদি থাকে সুখ, পূর্ণ করে হরে দুঃখ,
পরস্পর হেরিলে মুখ, সুখে সুখ উপজয়॥ ১৯৬

লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সে যদি পর তবে আর বল কে আপন।
জীবন বাঁধা যার কাছে সে যে প্রাণাধিক ধন॥
এত যে তাহারি তরে, ঘরে পরে লাঞ্ছনা করে,
সকলি ভুলে যাই পরে, পরস্পরে হলে মিলন॥
লোকে যত নিন্দা করে, মনের নাহি মনে ধরে,
কিরূপে হেরিব তারে, তাই করে আরাধন॥ ১৯৭

পরজ বাহার—কাওআলী।

(প্রেয়সী) প্রিয় ধন পানে চেওনা।
পরাণ লইবে হরি করি মানা॥
মন্মথ মোহন বাঁশী ফাঁসী তার হাতে,
হেরিলে লাগিবে গলে খসিবে না॥ ১৯৮

মিশ্র—খেমটা।

এ ভজন কিবা খাসা।
যেমন মাতৃ স্তনে দুগ্ধ চোসা॥
(ও তার) ভজন সাধন, নাই প্রয়োজন,
কেবল তারে ভালবাসা॥ ১৯৯

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সুখী হবি কিসে মন।
স্বকল্পিত কামনা রূপ করে নিরীক্ষণ॥
স্বরূপে না হলে দেখা, সে কালা ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
কাল বরণ ঘন ঢাকা, থাকিতে চেতন॥ ২০০

লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শুদ্ধ সুখ সে বিধুমুখ দেখলে বুক পাঁচ হাত হয়।
সুধা ভরা ক্ষুধা হরা দুঃখ পাশরা আনন্দময়॥
সতত দেখিতে তারে, যত সাধ হয় অন্তরে,
বিষাদ পলায় দূরে, রসার্দ্র করে হৃদয়॥ ২০১

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

সখি অপার জলধি, আপনি আপনার বাদী।
স্বসুখ বাসনা তাহে রহে নিরবধি॥
পাইয়া প্রপঞ্চ কায়, ভোগ করে তাপত্রয়,
লঙ্ঘিতে না পারে কেহ সেই মোহ নদী॥ ২০২

কালাংড়া—একতালা।

আনন্দে আনন্দে চল আনন্দ বাজারে।
দেখবে চোকে, থাকবে সুখে, অন্তর বাহিরে (অধর শশধরে)॥
আর কেন বিলম্ব কর, ঐ দাঁড়ায়ে নটবর,
করিয়ে কর বিস্তার, আহ্বান করে॥ ২০৩

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

প্রাণে লেগেছে রে জোর।
বুঝালে আর নাহি বোঝে হয়েছে কাতর॥

যে কথা শুনিনে কাণে, তাই এখন বিঁদচে প্রাণে,
ছিলাম তখন অভিমানে, অহং জ্ঞানে ভোর॥ ২০৪

লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কালায় খেলে ইহ পরকাল।
কি কাল সেঁদুল প্রাণে নাহি মানে কালাকাল।
জ্বলিলে বিচ্ছেদানল, সুধা যদি এনে ঢাল,
বিনা সে চিকণ কাল, কিছুই লাগে না ভাল॥ ২০৫

খট—যৎ।

কে বিহরে শিবোপরে কে রে কার কামিনী।
সজল জলধর নবঘন বরণী॥
ক্ষণে ক্ষণে মৃদু হাসে, কটাক্ষে দনুজ নাশে,
এ নারী সামান্য নহে ত্রিজগৎ প্রসবিনী॥ ২০৬

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সুললিত পিরিতি কমল বনে (সখি।)
চোকে চোকে অনিমিকে নিত্য সুখে রয় দুজনে॥
হৃদি সরোবরের জল, শশধর হতে সুশীতল,
নাহি তায় ত্রিতাপ অনল, সহস্র দল পদ্মাসনে॥ ২০৭

যোগীয়া মিশ্র—আড়খেমটা।

এস হে ও কাঙ্গালের ঠাকুর।
একবার এসে মনের আঁধার কর হে দূর (আসতে হল হে॥)
আমি শুনেছি শ্রীনাথের মুখে,
তোমার কাঙ্গালের প্রতি দয়া প্রচুর॥ ২০৮

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

দেখরে মন কে বিরাজে ঘরে।
এই হৃদি সরোজ কমল পরে ॥
অভাবনীয় অচিন্তনীয় অহর্নিশি সুধা ক্ষরে ॥ ২০৯

কীর্ত্তন—রূপক।

যদি নন্দের নন্দনকে কেউ দেখে থাক।
গোপালকে দেখায়ে দিয়ে, কাঙ্গালকে কিনে রাখ ॥
কে দরদী চেয়ে চাঁদ মুখ, উদর দেখে চিনবে ভুক.
মায়ের প্রাণে সয় কি দুঃখ, বাছা আপনি খেতে শেখেনিক ॥ ২১০

সোহিনী-খাম্বাজ—কাওআলী।

ভাবাবেশে চেনা যায় রাণী, তোর নীলমণি।
অধর তার অমিয় আকর ত্রিতাপ হর মধুর বাণি ॥
চলচ্ছক্তি হ'য়ে হারা, অচৈতন্য দেহ সারা,
গগনে হয় সুস্থির পারা, পক্ষ পক্ষিণী ;
পশু নরের প্রেমাশ্রুধারা বহে অবনী ;
কি ভাব ধরে, বংশী স্বরে, মোহিত করে, নন্দরাণী ; সব প্রাণী ॥
আপন অঙ্গ রঙ্গ রসে, নিত্য লীলা সব প্রকাশে,
অবোধ সাগর শোষে, গোষ্পদ গণি ;
অঘাসুর বকাসুর, নাশে বসে ধরণী ;
সাধারণে কেবল দোষে, দেখবে কিসে, নন্দরাণী ; নয়নে ছাণী ॥
একা হরে অন্ধকার, সুনির্ম্মল নির্ব্বিকার,
কোটী কোটী শশধর, ভাস্কর জিনি ;
অতুল্য তুলনা তায়, সুধার খনি ;
সুখে সুখ বিতরয়, প্রফুল্ল হয়, নন্দরাণী ; হৃদ্‌পদ্মিনী ॥

অপার সংসারের সার, অন্তর খুঁজে পাওয়া ভার,
অনন্ত জগতাধার, সবাকার ধনী ;
অপার সিন্ধু করে পার দিয়ে তরণী ;
রবি সম তম হরে, প্রভাত করে, নন্দরাণী, কাল যামিনী ॥
একাধীপ একেশ্বর, সর্ব্বক্ষেত্রে অধিকার,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভার, বহে আপনি ;
কি অমূল্য ধন তার প্রেম রত্নখানি ;
সে না পায় যে ভাবে তিন, ভেবে মলিন, নন্দরাণী ; নলীন যোনি ॥
সত্য কি নাই সত্য দেশে, কলিযুগের অবশেষে,
নীচে কেন উচ্চ ভাসে, ওগো রোহিণী ;
দহিতেছে কোপানল বিকল পরাণী ;
আদরে যে খাওয়ায় ননী, তারে মানি, রোহিণী গো
(তারে মানি) হয় জননী ॥ ২১১

আলাহিয়া—একতালা ।

যা বল তা বল ভুলিতে নারি, পশেছে অন্তরে কিসে পাশরি ।
তোদের বচনে, প্রবোধ না মানে,
লেগেছে পরাণে প্রেমের ছুরী ॥
নবীন মদন মদন মোহন, সব্ব মনোরম অকাম বরণ,
বাঞ্ছে সুরাসুর, বিরিঞ্চি শঙ্কর, মরি কি মধুর, রূপ মাধুরী ॥
কদম্বের মূলে দাঁড়ায়ে একা, নব জলধর ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
কিবা সৃষ্টি ছাড়া, পীতবাস ধড়া, মাথায় মোহনচূড়া, করে বাঁশরী ॥
কি রূপ হেরিলাম যমুনারই কূল, কোটী রবি শশী নহে সমতুল,
কি কব সে ভাব, প্রভাবে উদ্ভব, গুণময় ত্রিদেব, প্রলয়কারী ॥ ২১২